ত্রিংশ অধ্যায়

গোপীগণের কৃষ্ণ অন্বেষণ

কিভাবে কৃষ্ণ-বিরহে দীর্ঘ রাত্রিব্যাপী সন্তপ্ত গোপীগণ মত্ত রমণীর মতো বনে বনে ভ্রমণ করে কৃষ্ণকে অন্বেষণ করেন, এই অধ্যায়ে তা বর্ণনা করা হয়েছে।

সহসা শ্রীকৃষ্ণ যখন রাসস্থলী হতে অন্তর্হিত হলেন, পূর্ণ কৃষ্ণভাবনাময় গোপীগণ বিভিন্ন বনে তাঁকে অন্বেষণ করতে লাগলেন। স্থাবর ও জঙ্গম প্রতিটি জীবকেই তাঁরা কৃষ্ণের বার্তা জিজ্ঞাসা করছিলেন। অবশেষে অত্যন্ত কাতর হয়ে তাঁর লীলাসমূহ তাঁরা অনুকরণ করতে লাগলেন।

তারপর, বনের এক কোণে ভ্রমণকালে গোপীরা শ্রীমতী রাধারাণীর পদাঙ্ক মিশ্রিত শ্রীকৃষ্ণের পদচিহ্ন দর্শন করলেন। সেই পদচিহ্নগুলি দর্শনে অত্যন্ত ব্যথিত হয়ে তাঁরা বলতে লাগলেন, শ্রীমতী রাধারাণী নিশ্চয়ই কৃষ্ণকে বিশেষভাবে আরাধনা করেছিলেন, তাই একান্তে তাঁর সঙ্গ করার বিশেষ অনুগ্রহ লাভ করেছেন। সেই পথের কিছু পরে গোপীরা এক জায়গায় এসে শ্রীমতী রাধারাণীর পদচিহ্ন আর দেখতে পেলেন না; তখন তাঁরা সিদ্ধান্ত করলেন যে, কৃষ্ণ নিশ্চয়ই রাধারাণীকে তাঁর স্কন্ধে বহন করেছেন। আরেক জায়গায় এসে তাঁরা কেবলমাত্র কৃষ্ণের পদচিহ্নের অগ্রভাগ দর্শন করলেন, আর তা থেকে তাঁরা সিদ্ধান্ত করলেন যে, তিনি নিশ্চয়ই এখানে তাঁর প্রিয়ার বিভূষণের জন্য পুষ্পচয়ন করেছেন। আরেকটি জায়গায় এসে গোপীরা কিছু চিহ্ন দেখলেন যা থেকে তাঁদের ধারণা হল যে শ্রীকৃষ্ণ সেখানে শ্রীমতী রাধারাণীর কেশবন্ধন করছিলেন। এই সমস্ত ভাবনা গোপীদের হৃদয়ে বেদনার সৃষ্টি করল।

কৃষ্ণের বিশেষ মনোযোগ লাভ করার ফলে শ্রীরাধা নিজেকে পরম সৌভাগ্যবতী মনে করতে লাগলেন। তিনি কৃষ্ণকে বললেন যে, তিনি আর হাঁটতে পারছেন না, এবং তাই তাঁকে তাঁর স্কন্ধে বহন করতে হবে। আর ঠিক তখনই কৃষ্ণ তাঁর দৃষ্টি হতে অন্তর্হিত হলেন। অত্যন্ত ব্যাকুল শ্রীমতী রাধারাণী তখন তাঁকে সর্বত্র খুঁজতে শুরু করলেন এবং এইভাবে শেষ পর্যন্ত তিনি তাঁর গোপী সখীগণের সঙ্গে যখন মিলিত হলেন, তখন তিনি তাঁদের সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করলেন। সমস্ত গোপীরা তখন যতদূর পর্যন্ত বনে চন্দ্রালোক পৌঁছয়, সর্বত্র কৃষ্ণকে অন্বেষণ করতে লাগলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত অসফল হয়ে তাঁরা অসহায়ভাবে কৃষ্ণ মহিমা গান করতে করতে যমুনা তীরে ফিরে চললেন।

শ্লোক ১

শ্রীশুক উবাচ

অন্তর্হিতে ভগবতি সহসৈব ব্রজাঙ্গনাঃ ।
অতপ্যংস্তমচক্ষাণাঃ করিণ্য ইব যূথপম্ ॥ ১ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শুকদেব গোস্বামী বললেন; অন্তর্হিতে—তিনি অন্তর্হিত হলে; ভগবতি—পরম পুরুষোত্তম ভগবান; সহসা এব—সহসা; ব্রজ-অঙ্গনাঃ—গোপীগণ; অতপ্যন্—অত্যন্ত সন্তাপগ্রস্তা হলেন; তম্—তাঁকে; অচক্ষাণাঃ—দর্শন না করে; করিণ্যঃ—হস্তিনী; ইব—যেমন; যূথপম্—তাদের যূথপতি।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—সহসা ভগবান কৃষ্ণ অন্তর্হিত হলে যূথপতির অদর্শনে হস্তিনীদের মতো গোপীরাও তাঁর অদর্শনে অত্যন্ত সন্তাপগ্রস্ত হলেন।

শ্লোক ২

গত্যানুরাগস্মিতবিভ্রমেক্ষিতৈর্
মনোরমালাপ বিহার-বিভ্রমৈঃ ।
আক্ষিপ্তচিত্তাঃ প্রমদা রমাপতেস্
তাস্তা বিচেষ্টা জগৃহুস্তদাত্মিকাঃ ॥ ২ ॥

গত্যা—তাঁর গমনভঙ্গী; অনুরাগ—অনুরাগ; স্মিত—হাস্য; বিভ্রম—সবিলাস; ঈক্ষিতৈঃ—দৃষ্টিপাত; মনোরম—মনোরম; আলাপ—আলাপ; বিহার—লীলা; বিভ্রমৈঃ—অন্যান্য বিলাসবশত; আক্ষিপ্ত—আকৃষ্ট; চিত্তাঃ—হৃদয়; প্রমদাঃ—গোপীগণ; রমা-পতেঃ—লক্ষ্মীদেবীর পতি অথবা সৌন্দর্য ও ঐশ্বর্যের পতি; তাঃ তাঃ—সেই সেই; বিচেষ্টাঃ—বিচিত্র লীলা; জগৃহুঃ—তাঁরা অনুকরণ করলেন; তৎ-আত্মিকাঃ—তদ্‌গতচিত্তা।

অনুবাদ

গোপীরা বিভোর হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণের গমনভঙ্গী, অনুরাগ হাস্য, সবিলাস দৃষ্টিপাত, মনোরম আলাপ ও তাঁদের সঙ্গে আরও অন্যান্য লীলাবিলাসের কথা স্মরণ করছিলেন। এইভাবে রমাপতি কৃষ্ণের ভাবনায় মগ্ন হয়ে গোপীরা তাঁর বিভিন্ন অপ্রাকৃত লীলার অনুকরণ করতে লাগলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর কৃষ্ণ ও গোপীদের মধ্যে নিম্নোক্ত মনোরম কথোপকথন বর্ণনা করছেন—

"কৃষ্ণ এক গোপীকে বললেন, 'অয়ি স্থূল কমলিনি, তুমি কি তৃষ্ণার্ত এই ভ্রমরকে তোমার মধু প্রদান করবে না?'

গোপী উত্তর করল, 'হে প্রিয় ভ্রমর, পদ্মের পতি হলেন সূর্য, ভ্রমর নয়, তা হলে কেন তুমি আমার মধুকে তোমার বলে দাবি করছ?'

'প্রিয় পদ্মিনি, তোমাদের স্বভাবই হচ্ছে যে, তোমরা তোমাদের মধু তোমাদের পতি সূর্যকে প্রদান না করে, বরং তোমাদের উপপতি ভ্রমরকে তা প্রদান করে থাক।' কৃষ্ণের কথায় পরাজিত হয়ে গোপী হাসলেন আর তারপর মধু পান করার জন্য তাঁকে ওষ্ঠ প্রদান করলেন।"

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর আরও কথোপকথন বর্ণনা করছেন—

"কৃষ্ণ একজন গোপীকে বললেন, "আহ্, আমি বুঝতে পেরেছি, তুমি যখন এখানে দণ্ডায়মান নীপ তরুতল দিয়ে গমন করছিলে, তোমাকে এক বিষধর সাপ দংশন করেছিল। ইতিমধ্যেই এর বিষ তোমার বক্ষঃস্থলে পৌঁচেছে, কিন্তু যেহেতু তুমি একজন সম্ভ্রান্ত কুলবধূ তাই তোমাকে সারিয়ে তোলার কথা তুমি আমাকে বলতে পারছ না। তবুও আমার কৃপাময় স্বভাববশত আমি এসেছি। এখন সেই সর্পবিষকে বিফল করার জন্য আমি নিজ হাত দিয়ে তোমার দেহ মালিশ করতে করতে একটি মন্ত্র উচ্চারণ করব।'

"সেই গোপী বললেন, 'কিন্তু ওহে প্রিয় সাপের ওঝা, আমাকে কোন সর্প দংশন করেনি। যাও, যাকে সত্যিই সর্প দংশন করেছে, তেমন কোন কন্যার দেহকে মালিশ কর।'

"'এসো, হে প্রিয় সচ্চরিত্রা, তোমার কম্পিত কণ্ঠ শুনে আমি বলতে পারি যে, তুমি বিষাক্রিয়াগত জ্বর অনুভব করছ। এসব জানা সত্ত্বেও, আমি যদি তোমার যত্ন না করি, তবে এক নিরীহ নারীহত্যার জন্য অপরাধী হয়ে থাকব। তাই তোমার চিকিৎসা করা যাক।'

"এই বলে, কৃষ্ণ তাঁর আঙুলের নখগুলি সেই গোপীর বক্ষে স্থাপন করলেন।"

শ্লোক ৩

গতিস্মিতপ্রেক্ষণভাষণাদিষু
প্রিয়াঃ প্রিয়স্য প্রতিরূঢ়মূর্তয়ঃ ।
অসাবহন্ত্বিত্যবলাস্তদাত্মিকা
ন্যবেদিষুঃ কৃষ্ণবিহারবিভ্রমাঃ ॥ ৩ ॥

গতি—তাঁর গমন; **স্মিত**—হাস্য; **প্রেক্ষণ**—অবলোকন; **ভাষণা**—আলাপ; **আদিষু**—প্রভৃতি; **প্রিয়াঃ**—কৃষ্ণপ্রিয়া গোপীগণ; **প্রিয়স্য**—তাঁদের প্রিয়তম; **প্রতিরূঢ়**—পূর্ণরূপে আবিষ্ট হয়ে; **মূর্তয়ঃ**—তাঁদের দেহে; **অসৌ**—কৃষ্ণ; **অহম্**—আমি; **তু**—প্রকৃতপক্ষে; **ইতি**—এইভাবে কথা বলে; **অবলাঃ**—অবলা নারীরা; **তৎ-আত্মিকাঃ**—কৃষ্ণাত্মিকা হয়ে; **ন্যবেদিষুঃ**—তাঁরা জ্ঞাপন করেছিলেন; **কৃষ্ণ-বিহার**—কৃষ্ণের লীলা; **বিভ্রমাঃ**—বিলাস।

অনুবাদ

যেহেতু কৃষ্ণপ্রিয়া গোপীগণ তাঁদের প্রিয়তম কৃষ্ণের ভাবনায় মগ্ন ছিলেন, তাঁদের দেহ তাঁর গমন, হাস্য, অবলোকন, আলাপ ও অন্যান্য বৈশিষ্ট্য সমূহের অনুকরণ করছিল। কৃষ্ণাত্মিকা রূপে লীলাবিলাসশালিনী তাঁরা একে অপরকে 'আমি কৃষ্ণ' বলে জ্ঞাপন করছিলেন।

তাৎপর্য

স্বতস্ফূর্তভাবেই গোপীগণ কৃষ্ণের মতো গমন করছিলেন; তিনি যেভাবে হাসতেন তাঁরা সেভাবেই হাসছিলেন, তিনি যেভাবে স্পষ্টভাবে অবলোকন করতেন তাঁরাও সেইভাবে নিরীক্ষণ করছিলেন এবং যেভাবে কৃষ্ণ কথা বলতেন, সেইভাবেই তাঁরা কথা বলছিলেন। সহসা কৃষ্ণবিরহে গোপীরা সম্পূর্ণভাবেই কৃষ্ণের নিমগ্না হয়ে প্রেমোন্মত্ত হয়েছিলেন এবং কৃষ্ণের প্রতি তাঁদের এই ঐকান্তিকতার ফলে তাঁরা পরম পূর্ণতা অর্জন করেছিলেন।

শ্লোক ৪

গায়ন্ত্য উচ্চৈরমুমেব সংহতা
বিচিক্যুরুন্মত্তকবদ্বনাদ্বনম্ ।
পপ্রচ্ছুরাকাশবদন্তরং বহির্
ভূতেষু সন্তং পুরুষং বনস্পতীন্ ॥ ৪ ॥

গায়ন্তঃ—গান করতে করতে; **উচ্চৈঃ**—উচ্চৈঃস্বরে; **অমুম্**—তাঁর সম্বন্ধে; **এব**—প্রকৃতপক্ষে; **সংহতাঃ**—একত্রে দলবদ্ধভাবে; **বিচিক্যুঃ**—তাঁরা অন্বেষণ করছিলেন; **উন্মত্তকবৎ**—উন্মত্ত রমণীদের মতো; **বনাৎ বনম্**—এক বন থেকে আরেক বনে; **পপ্রচ্ছুঃ**—তাঁরা জিজ্ঞাসা করছিলেন; **আকাশবৎ**—আকাশের ন্যায়; **অন্তরম্**—অন্তরে; **বহিঃ**—বাহিরে; **ভূতেষু**—সকল জীবের মধ্যে; **সন্তম্**—উপস্থিত; **পুরুষম্**—পরম পুরুষ; **বনস্পতীন্**—বৃক্ষদের কাছে।

অনুবাদ

উচ্চৈঃস্বরে কৃষ্ণের গান করতে করতে সমগ্র বৃন্দাবনের অরণ্য জুড়ে দলবদ্ধ উন্মত্ত নারীদের মতো তাঁরা তাঁকে অন্বেষণ করতে লাগলেন। এমন কি তাঁরা বৃক্ষগুলির কাছেও সকল জীবের পরমাত্মাসম অন্তরে ও বাহিরে আকাশবৎ উপস্থিত তাঁর (শ্রীকৃষ্ণ) সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করছিলেন।

তাৎপর্য

কৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্ত হয়ে গোপীরা বৃন্দাবনের গাছেদের কাছেও তাঁর সম্বন্ধে প্রশ্ন করছিলেন। অবশ্য, শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে প্রকৃত বিচ্ছেদ বলে কিছু নেই, কারণ পরমাত্মা রূপে তিনি সর্ব-ব্যাপ্ত।

শ্লোক ৫

দৃষ্টো বঃ কচ্চিদশ্বত্থ প্লক্ষ ন্যগ্রোধ নো মনঃ ।
নন্দসূনুর্গতো হৃত্বা প্রেমহাসাবলোকনৈঃ ॥ ৫ ॥

দৃষ্টঃ—দেখেছ; **বঃ**—তোমরা; **কচ্চিৎ**—কি; **অশ্বত্থ**—হে অশ্বত্থ; **প্লক্ষ**—হে প্লক্ষ; **ন্যগ্রোধ**—হে ন্যগ্রোধ (বট বৃক্ষ); **নঃ**—আমাদের; **মনঃ**—মন; **নন্দ**—নন্দ মহারাজের; **সূনুঃ**—পুত্র; **গতঃ**—পলায়ন করেছে; **হৃত্বা**—অপহরণ করে; **প্রেম**—প্রেমময়; **হাস**—তাঁর হাস্যসহ; **অবলোকনৈঃ**—এবং দৃষ্টিপাত।

অনুবাদ

[গোপীরা বললেন—] হে অশ্বত্থ, হে প্লক্ষ, হে ন্যগ্রোধ, তোমরা কি কৃষ্ণকে দেখেছ? নন্দ মহারাজের ঐ পুত্র তাঁর প্রেমময় দৃষ্টি ও হাস্য দ্বারা আমাদের মন হরণ করে প্রস্থান করেছেন।

শ্লোক ৬

কচ্চিৎ কুরুবকাশোকনাগপুন্নাগচম্পকাঃ ।
রামানুজো মানিনীনামিতো দর্পহরস্মিতঃ ॥ ৬ ॥

কচ্চিৎ—কি; **কুরুবক-অশোক-নাগ-পুন্নাগ-চম্পকাঃ**—হে কুরুবক, অশোক, নাগ, পুন্নাগ ও চম্পক বৃক্ষগণ; **রাম**—বলরামের; **অনুজঃ**—কনিষ্ঠ ভ্রাতা; **মানিনীনাম্**—স্বভাববশত অভিমানী মহিলারা; **ইতঃ**—এদিক দিয়ে গমন করেছে; **দর্প**—অহঙ্কার; **হর**—হরণকারী; **স্মিতঃ**—হাস্য।

অনুবাদ

হে কুরুবক বৃক্ষ, হে অশোক, হে নাগ, পুন্নাগ ও চম্পক, যাঁর হাস্য সকল মানিনীগণের দর্প হরণ করে, বলরামের সেই কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে এই পথ দিয়ে যেতে দেখেছ কি?

তাৎপর্য

যখনই গোপীগণ দেখছিলেন যে, কোন বিশেষ একটি গাছ তাঁদের উত্তর প্রদান করছে না, তখন তাঁরা অধীর হয়ে সেটি ছেড়ে অন্য একটি গাছের কাছে গিয়ে প্রশ্ন করছিলেন।

শ্লোক ৭

কচ্চিৎ তুলসি কল্যাণি গোবিন্দচরণপ্রিয়ে ।
সহ ত্বালিকুলৈর্বিভ্রদ্ দৃষ্টস্তেঽতিপ্রিয়োঽচ্যুত ॥ ৭ ॥

কচ্চিৎ—কখনও; **তুলসি**—হে তুলসী বৃক্ষ; **কল্যাণি**—হে কল্যাণপ্রদ; **গোবিন্দ**—শ্রীকৃষ্ণের; **চরণ**—পাদপদ্ম; **প্রিয়ে**—অত্যন্ত প্রিয়; **সহ**—সহ; **ত্বা**—আপনার; **অলি**—ভ্রমর; **কুলৈঃ**—ঝাঁক; **বিভ্রৎ**—ধারণ করে; **দৃষ্টঃ**—দেখেছ; **তে**—তোমার; **অতি-প্রিয়ঃ**—অত্যন্ত প্রিয়; **অচ্যুতঃ**—ভগবান শ্রীঅচ্যুত।

অনুবাদ

হে পরম কল্যাণপ্রদ, গোবিন্দের চরণকমলের অত্যন্ত প্রিয় তুলসী, তোমাকে গলায় ধারণ করে ভ্রমরের দলের সঙ্গে তুমি কি অচ্যুতকে যেতে দেখেছ?

তাৎপর্য

আচার্যগণ বর্ণনা করছেন যে, *চরণ* শব্দটি শ্রদ্ধার্থে ব্যবহৃত হয়, যেমন বলা হয় *এবং বদন্তি আচার্য-চরণাঃ।* শ্রীগোবিন্দের গলায় মালার চতুর্দিকে ভ্রমরেরা গুঞ্জন করছিল, তার কারণ—তাঁকে নিবেদিত তুলসী মঞ্জরীর গন্ধে তারা আকৃষ্ট হয়েছিল। গোপীরা মনে করেছিলেন যে, বৃক্ষরা যেহেতু পুরুষ, তাই তারা কেউই উত্তর দিচ্ছে না, কিন্তু তুলসী স্ত্রী হওয়াতে তাঁদের অবস্থার প্রতি নিশ্চয়ই সহানুভূতি সম্পন্ন হবেন।

শ্লোক ৮

মালত্যদর্শি বঃ কচ্চিন্মল্লিকে জাতিযূথিকে ।
প্রীতিং বো জনয়ন্ যাতঃ করস্পর্শেন মাধবঃ ॥ ৮ ॥

মালতি—হে মালতী বৃক্ষ; **অদর্শি**—দেখেছ; **বঃ**—তোমরা; **কচ্চিৎ**—কখনও; **মল্লিকে**—হে মল্লিকা; **জাতি**—হে জাতি; **যূথিকে**—হে যূথিকা; **প্রীতিম্**—আনন্দ; **বঃ**—তোমাদের; **জনয়ন্**—উৎপাদনকারী; **যাতঃ**—গমন করতে; **কর**—তাঁর হাতের; **স্পর্শেন**—স্পর্শের দ্বারা; **মাধবঃ**—কৃষ্ণ, মূর্তিমান বসন্ত ঋতু।

অনুবাদ

হে মালতী, হে মল্লিকা, হে জাতি আর যূথিকা, তাঁর কর-স্পর্শ দিয়ে তোমাদের আনন্দ দিতে দিতে মাধব কি এই পথ দিয়ে গিয়েছে?

তাৎপর্য

স্বয়ং তুলসীও যখন কোন উত্তর দিল না, তখন গোপীগণ জুঁই ফুলগুলির কাছে গেলেন। গোপীরা দেখলেন যে, জুঁইলতা বিনীতভাবে অবনত হয়ে আছে আর তাই গোপীরা ভাবলেন এই গাছেরা নিশ্চয়ই শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করেছে, তাই তারা তাদের আনন্দ বিনীতভাবে প্রদর্শন করছে।

শ্লোক ৯

চূতপ্রিয়ালপনসাসনকোবিদার-
জম্বর্কবিল্ববকুলাম্রকদম্বনীপাঃ ।
যেঽন্যে পরার্থভবকা যমুনোপকূলাঃ
শংসন্তু কৃষ্ণপদবীং রহিতাত্মনাং নঃ ॥ ৯ ॥

চূত—হে আম্রলতা; **প্রিয়াল**—হে প্রিয়াল (শাল) বৃক্ষ; **পনস**—হে কাঁঠাল বৃক্ষ; **আসন**—হে আসন (হলুদ শাল) বৃক্ষ; **কোবিদার**—হে কোবিদার বৃক্ষ; **জম্বু**—হে জম্বু বৃক্ষ; **অর্ক**—হে অর্ক বৃক্ষ; **বিল্ব**—হে বেল বৃক্ষ; **বকুল**—হে বকুল বৃক্ষ; **আম্র**—হে আম্র বৃক্ষ; **কদম্ব**—হে কদম্ব বৃক্ষ; **নীপাঃ**—হে নীপ (কদম্ব) বৃক্ষ; **যে**—যারা; **অন্যে**—অন্যান্যরা; **পর**—অন্যের; **অর্থ**—জন্য; **ভবকাঃ**—জীবন ধারণ করে; **যমুনা-উপকূলাঃ**—যমুনার উপকূলে; **শংসন্তু**—অনুগ্রহ করে বল; **কৃষ্ণ-পদবীম্**—কৃষ্ণ কোন্ পথে গিয়েছেন; **রহিত**—যিনি বঞ্চিত করেছেন; **আত্মনাম্**—আমাদের মনকে; **নঃ**—আমাদেরকে।

অনুবাদ

হে চূত, হে প্রিয়াল, হে পনস, আসন ও কোবিদার, হে জম্বু, হে অর্ক, হে বিল্ব, বকুল ও আম্র, হে কদম্ব ও নীপ এবং যমুনার উপকূলবাসী পরার্থে জীবন ধারণকারী অন্যান্য বৃক্ষগণ, আমরা গোপীরা আমাদের হৃদয় হারিয়েছি, তাই দয়া করে আমাদের বল, কৃষ্ণ কোথায় গিয়েছেন।

তাৎপর্য

শ্রীল জীব গোস্বামী বর্ণনা করছেন যে, *চূত* হচ্ছে এক প্রকার লতা জাতীয় আম গাছ এবং আম্র হচ্ছে আম বৃক্ষ। তিনি আরও বিশ্লেষণ করছেন যে, বৃহৎ ফুল যুক্ত *নীপ* যদিও খুব একটা পরিচিত বৃক্ষ নয় এবং বাস্তবে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে যে, গোপীরা কৃষ্ণ অন্বেষণে দুঃসাহসী হয়ে উঠে অতিনগণ্য *অর্ক* তরুর কাছেও গিয়েছিলেন।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বৃন্দাবনের গাছগুলি সম্বন্ধে নিম্নলিখিত তথ্য প্রদান করেছেন—"*নীপ* হচ্ছে *'ধূলিকদম্ব'* এবং এর ফুলগুলি বেশ বড় হয়। প্রকৃত *কদম্বের* ফুলগুলি ছোট হয় এবং তা মনোরম সুবাসযুক্ত। *কোবিদার* এক ধরনের কাঞ্চনার জাতীয় পার্বত্য বৃক্ষ। এমন কি *অর্ক* (আকন্দ) বৃক্ষ যদিও সামান্য, তা সকল সময়েই শ্রীগোপেশ্বরের (বৃন্দাবনের বনে শিব বিগ্রহ) নিকটে জন্মে, কারণ এটি তাঁর কাছে প্রিয়।"

শ্লোক ১০

কিং তে কৃতং ক্ষিতি তপো বত কেশবাঙ্ঘ্রি-
স্পর্শোৎসবোৎপুলকিতাঙ্গরুহৈর্বিভাসি ।
অপ্যঙ্ঘ্রিসম্ভব উরুক্রমবিক্রমাদ্বা
আহো বরাহবপুষঃ পরিরম্ভণেন ॥ ১০ ॥

কিম্—কি; **তে**—তুমি; **কৃতম্**—করেছিলে; **ক্ষিতি**—হে পৃথিবী; **তপঃ**—তপশ্চর্যা; **বত**—বস্তুতঃ; **কেশব**—শ্রীকৃষ্ণের; **অঙ্ঘ্রি**—পাদপদ্মের; **স্পর্শ**—স্পর্শিত হবার; **উৎসব**—পরমানন্দজনিত; **উৎপুলকিত**—পুলকিত; **অঙ্গ-রুহৈঃ**—তোমার দেহের রোমরাজি দ্বারা (ভূপৃষ্ঠের তৃণ তরুর নবঅঙ্কুরাদি); **বিভাসি**—তুমি শোভা লাভ করেছ; **অপি**—সম্ভবত; **অঙ্ঘ্রি**—পাদপদ্মের দ্বারা (এখন কৃষ্ণের ভূপৃষ্ঠে উপস্থিতির ফলে); **সম্ভবঃ**—উৎপন্ন; **উরুক্রম**—ভগবান বামনদেবের; শ্রীকৃষ্ণের বামন অবতার, যিনি তিনটি শক্তিশালী পদক্ষেপে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডকে আবৃত করেছিলেন; **বিক্রমাৎ**—পদক্ষেপের জন্য; **বা**—বা; **আহ উ**—অথবা সম্ভবত; **বরাহ**—শ্রীকৃষ্ণের বরাহ অবতারে; **বপুষঃ**—দেহ দ্বারা; **পরিরম্ভণেন**—আলিঙ্গনের ফলে।

অনুবাদ

হে পৃথ্বী মাতা, ভগবান কেশবের পাদপদ্মের স্পর্শ লাভ করার জন্য তুমি কোন তপশ্চর্যা করেছিলে যা পরমানন্দ আনয়ন করে তোমার রোমরাজি দ্বারা শরীরকে পুলকিত করে শোভা প্রাপ্ত করেছে? তুমি কি ভগবানের বর্তমান আবির্ভাবেই

এই আনন্দ ভাব লব্ধ হয়েছ না কি আরো পূর্বে যখন তিনি বামনদেবরূপে তোমাতে পাদস্পর্শ করেছিলেন, কিম্বা তারও পূর্বে, যখন তিনি বরাহ অবতাররূপে তোমাকে আলিঙ্গন করেছিলেন, তখন?

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর গোপীদের ভাবনাগুলি এইভাবে বর্ণনা করছেন—"সম্ভবত বৃক্ষ-তরুরাজি [পূর্বের শ্লোকগুলিতে উল্লেখিত] আমাদের প্রশ্ন শুনতে পারেনি কারণ তারা শ্রীবিষ্ণুর ধ্যানে মগ্ন হয়ে সমাধিস্থ ছিল। অথবা সম্ভবত এই পবিত্র ভূমিতে বাস করেও তারা অত্যন্ত নিষ্ঠুর, তাই কৃষ্ণ কোথায় গিয়েছে তা আমাদের বলবে না। যাই হোক, অনাবশ্যকভাবে পবিত্র ভূমির অধিবাসীগণের সমালোচনা করে কি হবে? কৃষ্ণ কোথায় গিয়েছে? তারা সত্যিই তা জানে কিনা, সেটা আমরা বলতে পারি না। তাই চল, অন্য কারও খোঁজ করা যাক, যে সত্যিই জানে কৃষ্ণ কোথায় আছে।' এইভাবে গোপীরা সিদ্ধান্তে এলেন যে, যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ পৃথিবীরই কোথাও না কোথাও রয়েছেন, অতএব পৃথিবী স্বয়ং অবশ্যই তাঁর অবস্থান সম্বন্ধে অবগত।

"তারপর গোপীরা ভাবলেন, 'যেহেতু কৃষ্ণ সকল সময়ে পৃথিবীতেই বিচরণ করেন, তার ফলে সে কখনই কৃষ্ণ হতে বিচ্ছিন্না নয়, তাই তাঁর অনুপস্থিতিতে তাঁর পিতা-মাতা, সখী ও সেবকগণ যে কতখানি সন্তপ্ত, তা সে (পৃথিবী) হৃদয়ঙ্গম করতে পারবে না। চল, তাঁকে আমরা জিজ্ঞাসা করি—অনবরত ভগবান কেশবের পাদপদ্ম-স্পর্শের পরম সৌভাগ্য লাভের জন্য সে কোন তপস্যা করেছিল।"

শ্লোক ১১

অপ্যেণপত্ন্যুপগতঃ প্রিয়য়েহ গাত্রৈস্
তন্বন্ দৃশাং সখি সুনির্বৃতিমচ্যুতো বঃ ।
কান্তাঙ্গসঙ্গকুচকুঙ্কুম-রঞ্জিতায়াঃ
কুন্দস্রজঃ কুলপতেরিহ বাতি গন্ধঃ ॥ ৪৪ ॥

অপি—যদিও; **এণ-পত্নি**—হে হরিণীগণ; **উপগতঃ**—উপস্থিত হয়েছিলেন; **প্রিয়য়া**—তাঁর প্রিয়ার সঙ্গে একত্রে; **ইহ**—এখানে; **গাত্রৈঃ**—তাঁর দেহের অঙ্গ দ্বারা; **তন্বন**—উৎপাদন করে; **দৃশাম্**—নয়নদ্বয়ের; **সখি**—হে সখী; **সু-নির্বৃতিম্**—অত্যন্ত আনন্দ; **অচ্যুতঃ**—অচ্যুত ভগবান কৃষ্ণ; **বঃ**—তোমাদের; **কান্তা**—তাঁর সখীর; **অঙ্গ-সঙ্গ**—দৈহিক সংস্পর্শ বশতঃ; **কুচ**—বক্ষের; **কুঙ্কুম**—কুঙ্কুম; **রঞ্জিতায়াঃ**—রঞ্জিত; **কুন্দ**—কুন্দ ফুলের; **স্রজঃ**—মালা; **কুল**—দলের (গোপীগণের); **পতেঃ**—পতি; **ইহ**—এখানে; **বাতি**—প্রবাহিত হচ্ছে; **গন্ধঃ**—সৌরভ।

অনুবাদ

হে সখী, হরিণী, তোমাদের নয়নের পরমানন্দ আনয়নকারী শ্রীঅচ্যুত কি তাঁর প্রিয়ার সঙ্গে এখানে রয়েছেন? কারণ, তাঁর সখীকে আলিঙ্গনের সময়ে তাঁর সখীর বক্ষের কুঙ্কুমে রঞ্জিত তাঁর কুন্দফুলের মালার সৌরভ এই পথে প্রবাহিত হচ্ছে।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর এই শ্লোকের নিম্নোক্ত মনোরম ভাষ্য প্রদান করছেন—

"গোপীগণ এক হরিণীকে বললেন, 'হে সখী, হরিণী, তোমার স্বচ্ছ দু'চোখের আনন্দ দেখে আমরা বলে দিতে পারি যে, শ্রীকৃষ্ণ তাঁর অঙ্গ সৌন্দর্য, মুখমণ্ডল প্রভৃতি দ্বারা তোমার উৎফুল্লতা বৃদ্ধি করেছেন। তুমি কৃষ্ণ-দর্শনের আনন্দ হৃদয়ঙ্গম করতে আগ্রহী আর তাই তোমার নয়নযুগল তাঁকে অনুসরণ করছে। প্রকৃতপক্ষে, তোমার কাছে তিনি কখনই হারিয়ে যান না।'

"তারপর গোপীরা হরিণীকে ক্রমাগত তার স্বাভাবিক পথে হেঁটে যেতে দেখে উচ্চৈঃস্বরে বললেন 'ও, তুমি আমাদের বলছ যে, তুমি কৃষ্ণকে দর্শন করেছ? দেখ! দেখ! এই হরিণীটি হাঁটতে হাঁটতে কেবলই আমাদের দিকে তার মাথা ফেরাচ্ছে, যেন বলতে চাইছে, "আমি তোমাদের তাঁকে দর্শন করাব; কেবল আমাকে অনুসরণ কর এবং আমি তোমাদের কৃষ্ণ দর্শন করাব।" এই করুণাহীন বৃন্দাবনে, সেই একমাত্র করুণাময় জন।'

"গোপীরা সেই হরিণীকে অনুসরণ করতে করতে একসময় তাকে আর দেখতে না পেয়ে ক্রন্দন করে উঠলেন, 'হায়, আমরা কেন আর সেই হরিণীকে দেখতে পাচ্ছি না, যে আমাদের কৃষ্ণের কাছে যাবার পথ দেখাচ্ছিল?'

"একজন গোপী প্রস্তাব করলেন যে, কৃষ্ণ নিশ্চয়ই কাছাকাছি জায়গায় কোথাও রয়েছেন আর সেই হরিণীটি তাঁর ভয়ে, তাঁর উপস্থিতি প্রকাশের সম্ভাব্য ভ্রান্তি এড়ানোর জন্য নিজেকে লুকিয়ে রেখেছে। এইভাবে অনুমান করতে করতে গোপীরা তাঁদের পথে সহসা প্রবাহিত বাতাসে এক সৌরভ অনুভব করলেন এবং তাঁরা বার বার পরম হর্ষের সঙ্গে বলতে লাগলেন, 'হ্যাঁ! হ্যাঁ! এই সেই গন্ধ! কৃষ্ণ ও তার সখীর অঙ্গস্পর্শে, সখীর বক্ষের কুমকুম রঞ্জিত তাঁর কুন্দ ফুলের মালাটি, আর এইসব কিছুরই সৌরভ আমাদের কাছে পৌঁছাচ্ছে।' এইভাবে গোপীরা কৃষ্ণের কুন্দ ফুলের মালা ও তাঁর প্রণয়ীর বক্ষের কুঙ্কুম, প্রেমিক প্রেমিকা দুজনের দেহের সৌরভ আঘ্রাণ করলেন।"

শ্লোক ১২

বাহুং প্রিয়াংস উপধায় গৃহীতপদ্মো
রামানুজস্তুলসিকালিকুলৈর্মদান্ধৈঃ ।
অন্বীয়মান ইহ বস্তরবঃ প্রণামং
কিং বাভিনন্দতি চরন্ প্রণয়াবলোকৈঃ ॥ ১২ ॥

বাহুম্—তাঁর বাহু; **প্রিয়া**—তাঁর প্রিয়তমার; **অংসে**—স্কন্ধে; **উপধায়**—স্থাপন করে; **গৃহীত**—গ্রহণ করে; **পদ্মঃ**—একটি পদ্ম ফুল; **রাম-অনুজঃ**—কৃষ্ণ, বলরামের কনিষ্ঠ ভ্রাতা; **তুলসিকা**—শ্রীকৃষ্ণের গলমাল্যের তুলসী মঞ্জরীর চারধারে; **অলি-কুলৈঃ**—ভ্রমরের দল দ্বারা; **মদ-অন্ধৈঃ**—সৌরভে-অন্ধ হয়ে; **অন্বীয়মানঃ**—পশ্চাৎ ধাবিত হয়ে; **ইহ**—এখানে; **বঃ**—তোমাদের; **তরবঃ**—হে তরুগণ; **প্রণামম্**—প্রণাম; **কিম্ বা**—কি; **অভিনন্দতি**—অভিনন্দিত করছেন; **চরন্**—গমন করার সময়; **প্রণয়**—প্রণয়; **অবলোকৈঃ**—তাঁর অবলোকন দ্বারা।

অনুবাদ

হে তরুগণ, আমরা দেখছি তোমরা প্রণত হয়ে রয়েছ। তুলসী মঞ্জরীর মালায় সুশোভিত এবং চারধারে গুঞ্জরিত মত্ত ভ্রমরেরা যাঁর পশ্চাদানুগামী, সেই রামানুজ যখন এখান দিয়ে গমন করলেন, তিনি কি তাঁর প্রীতিময় দৃষ্টিপাতে তোমাদের প্রণাম গ্রহণ করেছেন? তিনি নিশ্চয়ই তাঁর বাহু তাঁর প্রিয়তমার স্কন্ধে স্থাপন করে অন্য হাতে পদ্মফুল ধারণ করে রয়েছেন।

তাৎপর্য

গোপীরা দেখলেন, প্রচুর ফল ও ফুল সমন্বিত তরুরাজি অবনত হয়ে শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম নিবেদন করছিল। গোপীরা ধরে নিলেন, কৃষ্ণ নিশ্চয়ই এখনি এই পথ দিয়ে গমন করেছেন, কারণ বৃক্ষগুলি তখনও অবনত হয়ে ছিল। যেহেতু তাঁর প্রিয়তমার সঙ্গে গমন করার জন্য শ্রীকৃষ্ণ গোপীদের ছেড়ে গেছেন, তাই তাঁরা ঈর্ষাপরায়ণ হয়ে এইভাবে কল্পনা করছিলেন যে, তিনি নিশ্চয়ই তাঁর প্রণয়ে ক্লান্ত হয়ে প্রিয়তমার কোমল স্কন্ধে তাঁর বাম বাহুটি স্থাপন করেছিলেন। গোপীরা আরও কল্পনা করলেন যে, তাঁর প্রিয়তমার মুখমণ্ডলের সৌরভের ঘ্রাণ গ্রহণের পর সেই মুখমণ্ডলে আক্রমণে প্রয়াসী ভ্রমরদের বিতারনের জন্য কৃষ্ণ নিশ্চয়ই তাঁর ডান হাতে একটি নীল পদ্ম ধারণ করে রয়েছেন। গোপীরা কল্পনা করলেন যে, দৃশ্যটি এমনই চমৎকার হয়ে উঠেছিল যার ফলে মত্ত ভ্রমরেরা সেই প্রণয়ীযুগলকেই অনুসরণ করার জন্য তুলসীকানন ছেড়ে চলে গেছে।

শ্লোক ১৩

পৃচ্ছতেমা লতা বাহূনপ্যাশ্লিষ্টা বনস্পতেঃ ।
নূনং তৎকরজস্পৃষ্টা বিভ্রত্যুৎপুলকান্যহো ॥ ১৩ ॥

পৃচ্ছত—জিজ্ঞাসা কর; ইমাঃ—এই সব; লতাঃ—লতাগুলিকে; বাহূন্—বাহু (শাখা প্রশাখা); অপি—যদিও; আশ্লিষ্টাঃ—আলিঙ্গন করছে; বনস্পতেঃ—বৃক্ষদের; নূনম্—নিশ্চয়ই; তৎ—তাঁর, কৃষ্ণের; কর-জ—অঙ্গুলির নখ দিয়ে; স্পৃষ্টাঃ—স্পর্শ; বিভ্রতি—ধারণ করছে; উৎপুলকানি—গাত্রে রোমাঞ্চ; অহো—দেখ।

অনুবাদ

কৃষ্ণের বিষয়ে এই লতাগুলিকে জিজ্ঞাসা করা যাক। তারা নিজপতি এই বৃক্ষটির বাহু আলিঙ্গন করে থাকলেও, নিশ্চয়ই তারা কৃষ্ণের নখস্পর্শিতা হয়েছে, কারণ আনন্দে তাদের গায়ে রোমাঞ্চ ভাব প্রকাশ করছে।

তাৎপর্য

গোপীরা যুক্তি দিয়ে চিন্তা করলেন যে, লতাগুলি শুধুমাত্র তাদের পতিস্বরূপ একটি বৃক্ষের সাথে অঙ্গ সংস্পর্শের ফলেই পরমানন্দের লক্ষণাদি প্রকাশ করেনি। তাই গোপীরা সিদ্ধান্ত করেন যে, লতাগুলি তাদের পতির সুঠাম সুদৃঢ় অঙ্গপ্রত্যঙ্গ জড়িয়ে থাকলেও, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন বনের মধ্য দিয়ে যান, তখন নিশ্চয়ই তাদের তিনি স্পর্শ করে গেছেন।

শ্লোক ১৪

ইত্যুন্মত্তবচো গোপ্যঃ কৃষ্ণান্বেষণকাতরাঃ ।
লীলা ভগবতস্তাস্তা হ্যনুচক্রুস্তদাত্মিকাঃ ॥ ১৪ ॥

ইতি—এইভাবে; উন্মত্ত—উন্মত্ত; বচঃ—বচন; গোপ্যঃ—গোপীগণ; কৃষ্ণ-অন্বেষণ—কৃষ্ণ অন্বেষণে; কাতরাঃ—কাতর হয়ে; লীলাঃ—অপ্রাকৃত লীলা; ভগবতঃ—পরমেশ্বর ভগবানের; তাঃ তাঃ—সেই সেই; হি—বস্তুত; অনুচক্রুঃ—তাঁরা অনুকরণ করতে লাগলেন; তৎ-আত্মিকাঃ—তাঁর ভাবনায় মগ্ন হয়ে।

অনুবাদ

এই সকল কথা বলার পর কৃষ্ণ অন্বেষণে কাতর গোপীগণ পূর্ণরূপে কৃষ্ণভাবনায় মগ্ন হয়ে তাঁর বিভিন্ন লীলাসমূহের অনুকরণ করতে শুরু করলেন।

শ্লোক ১৫

কস্যাচিৎ পূতনায়ন্ত্যাঃ কৃষ্ণায়ন্ত্যা অপিবৎ স্তনম্ ।
তোকায়িত্বা রুদত্যন্যা পদাহন্ শকটায়তীম্ ॥ ১৫ ॥

কস্যাচিৎ—কোন গোপী; **পূতনায়ন্ত্যাঃ**—যে পূতনার মতো অভিনয় করছিলেন; **কৃষ্ণায়ন্তী**—অন্যজন যে কৃষ্ণের মতো অভিনয় করছিলেন; **অপিবৎ**—পান করাচ্ছিলেন; **স্তনম্**—স্তন; **তোকয়িত্বা**—শিশুর মতো অভিনয়কারী; **রুদতী**—ক্রন্দনরত; **অন্যা**—অন্য একজন; **পদা**—তাঁর পাদ দ্বারা; **অহন্**—আঘাত করলেন; **শকটায়তীম্**—অন্য একজনকে, যিনি শকটের অনুকরণ করছিলেন।

অনুবাদ

পূতনার অনুকরণে একজন গোপী, শিশু কৃষ্ণের মতো অভিনয়কারী অন্য এক গোপীকে তাঁর স্তন পান করানোর ভান করলেন। আরেকজন গোপী ক্রন্দনরত শিশু কৃষ্ণের অনুকরণে শকটাসুরের অভিনয়কারী এক গোপীকে পদাঘাত করলেন।

শ্লোক ১৬

দৈত্যায়িত্বা জহারান্যামেকো কৃষ্ণার্ভভাবনাম্ ।
রিঙ্গয়ামাস কাপ্যঙ্ঘ্রী কর্ষন্তী ঘোষনিঃস্বনৈঃ ॥ ১৬ ॥

দৈত্যায়িত্বা—এক অসুরের অনুকরণে (তৃণাবর্ত নামক); **জহার**—হরণ করলেন; **অন্যাম্**—অন্য এক গোপীকে; **একা**—একজন গোপী; **কৃষ্ণ-অর্ভ**—শিশু কৃষ্ণের; **ভাবনাম্**—ভাব গ্রহণকারী; **রিঙ্গয়াম্ আস**—হামাগুড়ি দিয়ে; **কা অপি**—তাঁদের একজন; **অঙ্ঘ্রী**—তাঁর পাদদ্বয়; **কর্ষন্তী**—আকর্ষণ করতে করতে; **ঘোষ**—কিঙ্কিণীর; **নিঃস্বনৈঃ**—ধ্বনি সহযোগে।

অনুবাদ

তৃণাবর্তের ভূমিকা গ্রহণ করে একজন গোপী শিশুকৃষ্ণের অভিনয়কারী অন্য একজনকে অপহরণ করলেন, তখন আর একজন গোপী হামাগুড়ি দিতে লাগলেন আর তাঁর পাদু'খানি আকর্ষণ করার সময় তাঁর কিঙ্কিণী ধ্বনিত হতে লাগল।

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণের একেবারে শিশুকালীন কার্যকলাপ থেকে শুরু করে তাঁর সমস্ত ধরনের লীলাই গোপীগণ অনুকরণ করতে শুরু করেছিলেন।

শ্লোক ১৭

কৃষ্ণরামায়িতে দ্বে তু গোপায়ন্ত্যশ্চ কাশ্চন ।
বৎসায়তীং হন্তি চান্যা তত্রৈকা তু বকায়তীম্ ॥ ১৭ ॥

কৃষ্ণ-রামায়িতে—শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরামের মতো অনুকরণ করলেন; **দ্বে**—দুইগোপী; **তু**—এবং; **গোপায়ন্ত্যঃ**—তাঁদের গোপবালক সখাদের মতো অনুকরণ করলেন; **চ**—

এবং; **কাশ্চন**—কয়েকজন; **বৎসায়তীম্**—বৎসাসুরের অনুকরণকারীকে; **হন্তি**—বধ করলেন; **চ**—এবং; **অন্যা**—অন্য এক; **তত্র**—সেখানে; **একা**—এক; **তু**—অধিকন্তু; **বকায়তীম্**—আরেকজন যিনি বকাসুরের অনুকরণ করছিলেন।

অনুবাদ

গোপবালকদের ভূমিকা পালনকারী কয়েকজনের মধ্যে দু'জন গোপী রাম ও কৃষ্ণের অভিনয় করলেন। কৃষ্ণ রূপে এক গোপী বৎসাসুররূপী আরেক গোপীকে হত্যার অভিনয় করলেন এবং দু'জন গোপী বকাসুর বধের অভিনয় করলেন।

শ্লোক ১৮

আহূয় দূরগা যদ্বৎ কৃষ্ণস্তমনুবর্ততীম্ ।
বেণুং ক্বণন্তীং ক্রীড়ন্তীমন্যাঃ শংসন্তি সাধ্বিতি ॥ ১৮ ॥

আহূয়—আহ্বান করতেন; **দূর**—দূরে; **গাঃ**—গাভীদের; **যদ্বৎ**—যেভাবে; **কৃষ্ণঃ**—কৃষ্ণ; **তম্**—তাঁর; **অনুবর্ততীম্**—অনুকরণকারী এক গোপী; **বেণুম্**—বংশী; **ক্বনন্তীম্**—বাদন; **ক্রীড়ন্তীম্**—ক্রীড়াসমূহ; **অন্যাঃ**—অন্যান্য গোপীগণ; **শংসন্তি**—প্রশংসা করলেন; **সাধু ইতি**—"সাধু!"।

অনুবাদ

দূরে বিচরণকারী গাভীদের কৃষ্ণ যেভাবে আহ্বান করেন, যেভাবে তিনি বংশীধ্বনি করেন এবং যেভাবে তিনি বিভিন্ন ক্রীড়া করেন, একজন গোপী অবিকলভাবে তা অনুকরণ করলে, অন্য গোপীগণ "সাধু! সাধু!" শব্দে তাঁকে অভিনন্দিত করলেন।

শ্লোক ১৯

কস্যাঞ্চিৎ স্বভুজং ন্যস্য চলন্ত্যাহাপরা ননু ।
কৃষ্ণোঽহং পশ্যত গতিং ললিতামিতি তন্মনাঃ ॥ ১৯ ॥

কস্যাঞ্চিৎ—তাঁদের একজন; **স্ব-ভুজম্**—তাঁর বাহু; **ন্যস্য**—স্থাপনপূর্বক (স্কন্ধে); **চলন্তী**—ভ্রমণ করতে করতে; **আহ**—বললেন; **অপরা**—অন্য আরেক; **ননু**—বস্তুত; **কৃষ্ণঃ**—কৃষ্ণ; **অহম্**—আমি; **পশ্যত**—দর্শন কর; **গতিম্**—আমার গমন; **ললিতাম্**—মনোহর; **ইতি**—এই সকল বাক্য দ্বারা; **তৎ**—কৃষ্ণ; **মনাঃ**—গতচিত্তা হয়ে।

অনুবাদ

আরেকজন গোপী কৃষ্ণগতচিত্তা হয়ে অন্য এক সখীর কাঁধে হাত রেখে ভ্রমণ করতে করতে ঘোষণা করলেন, "আমিই কৃষ্ণ! কত মনোহরভাবে আমি চলছি তা দেখ।"

শ্লোক ২০

মা ভৈষ্ট বাতবর্ষাভ্যাং তত্রাণং বিহিতং ময়া ।
ইত্যুক্ত্বৈকেন হস্তেন যতন্ত্যুন্নিদধেঽম্বরম্ ॥ ২০ ॥

মা ভৈষ্ট—তোমরা কেউ ভয় পেও না; **বাত**—ঝড়; **বর্ষাভ্যাম্**—এবং বর্ষণ; **তৎ**—হতে; **ত্রাণম্**—তোমাদের উদ্ধারের; **বিহিতম্**—ব্যবস্থা হয়েছে; **ময়া**—আমার দ্বারা; **ইতি**—এইভাবে; **উক্ত্বা**—বলে; **একেন**—এক; **হস্তেন**—হাতে; **যতন্তী**—যত্ন সহকারে; **উন্নিদধে**—উত্তোলন করলেন; **অম্বরম্**—তাঁর উত্তরীয়।

অনুবাদ

একজন গোপী বললেন "ঝড়বৃষ্টিতে তোমরা কেউ ভয় পেয়ো না, আমি তোমাদের রক্ষা করব।" এই বলে সেই গোপী তাঁর উত্তরীয়খানি তাঁর মাথার উপরে তুলে ধরলেন।

তাৎপর্য

এখানে একজন গোপী শ্রীকৃষ্ণের গিরি গোবর্ধন উত্তোলন লীলার অভিনয় করছেন।

শ্লোক ২১

আরুহ্যৈকাং পদাক্রম্য শিরস্যাহাপরাং নৃপ ।
দুষ্টাহে গচ্ছ জাতোঽহং খলানাং ননু দণ্ডকৃৎ ॥ ২১ ॥

আরুহ্য—আরোহণ করে; **একা**—একজন গোপী; **পদা**—তাঁর চরণ দ্বারা; **আক্রম্য**—আঘাত করে; **শিরসি**—মস্তকে; **আহ**—বললেন; **অপরাম্**—অন্য আরেকজনকে; **নৃপ**—হে রাজন্ (পরীক্ষিৎ); **দুষ্ট**—দুষ্ট; **অহে**—রে নাগ; **গচ্ছ**—চলে যাও; **জাতঃ**—জন্ম গ্রহণ করেছি; **অহম্**—আমি; **খলানাম্**—ঈর্ষাযুক্ত খলেদের; **ননু**—অবশ্যই; **দণ্ড**—শাস্তি; **কৃৎ**—দাতা রূপে।

অনুবাদ

[শুকদেব গোস্বামী বলে চললেন—] হে রাজন, একজন গোপী অন্য একজন গোপীর কাঁধে উঠে তাঁর চরণ অপর গোপীর মাথায় রেখে বললেন, "রে দুষ্ট নাগ, এখান থেকে চলে যাও। তোমার জানা উচিত যে, খলেদের দণ্ড দানের জন্য আমি এই জগতে জন্ম গ্রহণ করেছি।"

তাৎপর্য

এখানে গোপীরা কৃষ্ণের কালিয় দমন লীলা অভিনয় করলেন।

শ্লোক ২২

তত্রৈকোবাচ হে গোপা দাবাগ্নিং পশ্যতোল্বণম্ ।
চক্ষুংষ্যাশ্বপিদধ্বং বো বিধাস্যে ক্ষেমমঞ্জসা ॥ ২২ ॥

তত্র—সেখানে; একা—তাঁদের একজন; উবাচ—বললেন; হে গোপাঃ—হে গোপবালকেরা; দাব-অগ্নিম্—দাবানল; পশ্যত—দর্শন কর; উল্বণম্—ভয়ঙ্কর; চক্ষুংসি—তোমাদের নয়ন; আশু—শিগ্রী; অপিদধ্বম্—বন্ধ কর; বঃ—তোমাদের; বিধাস্যে—বিধান করব; ক্ষেমম্—সুরক্ষা; অঞ্জসা—অনায়াসে।

অনুবাদ

তখন অন্য একজন গোপী বলে উঠলেন—হে গোপবালকেরা, এই ভয়ঙ্কর দাবানলের দিকে লক্ষ্য কর! শিগ্রী তোমাদের চোখ বন্ধ কর, আমি অনায়াসে তোমাদের রক্ষা করব।

শ্লোক ২৩

বদ্ধান্যয়া স্রজা কাচিৎ তন্বী তত্র উলূখলে ।
বধ্নামি ভাণ্ডভেত্তারং হৈয়ঙ্গবমুষন্ত্বিতি ।
ভীতা সুদৃক্ পিধায়াস্যং ভেজে ভীতিবিড়ম্বনম্ ॥ ২৩ ॥

বদ্ধা—বন্ধন করে; অন্যয়া—অন্য এক গোপীকে; স্রজা—ফুলের মালা দিয়ে; কাচিৎ—একজন গোপী; তন্বী—তন্বী; তত্র—সেখানে; উলূখলে—উদুখলের সঙ্গে; বধ্নামি—আমি বাঁধব; ভাণ্ড—ভাণ্ড; ভেত্তারম্—ভঙ্গকারী; হৈয়ম্-গব—গতদিনের দুধ হতে সঞ্চিত মাখন; মুষম্—চোরকে; তু—অবশ্যই; ইতি—এইভাবে বলে; ভীতা—ভীতা; সু-দৃক—সুন্দর নয়নদুটি; পিধায়—আচ্ছাদিত করলেন; আস্যম্—তাঁর মুখ; ভেজে—ভাবের; ভীতি—ভীতির; বিড়ম্বনম্—ভান করলেন।

অনুবাদ

একজন গোপী তাঁর এক তন্বী সঙ্গীকে ফুলমালা দিয়ে বন্ধন করে বললেন—"এখন আমি এই ভাণ্ডভঙ্গকারী মাখন-চোর বালকটিকে বাঁধব।" দ্বিতীয় গোপী তখন ভীত হবার ভান করে তাঁর সুন্দর নয়নদুটি ও মুখ আচ্ছাদিত করলেন।

শ্লোক ২৪

এবং কৃষ্ণং পৃচ্ছমানা বৃন্দাবনলতাস্তরূন্ ।
ব্যচক্ষত বনোদ্দেশে পদানি পরমাত্মনঃ ॥ ২৪ ॥

এবম্—এই ভাবে; **কৃষ্ণম্**—কৃষ্ণ সম্বন্ধে; **পৃচ্ছমানাঃ**—প্রশ্ন করছিলেন, **বৃন্দাবন**—বৃন্দাবনের অরণ্যে; **লতাঃ**—লতা; **তরূন্**—বৃক্ষসমূহ; **ব্যচক্ষত**—তাঁরা দেখলেন; **বন**—বনের; **উদ্দেশে**—এক জায়গায়; **পদানি**—পদচিহ্ন; **পরম-আত্মনঃ**—পরমাত্মার।

অনুবাদ

এইভাবে গোপীরা যখন কৃষ্ণলীলা অনুকরণ করছিলেন এবং পরমাত্মা কৃষ্ণ কোথায় থাকতে পারেন বলে বৃন্দাবনের বৃক্ষলতাদের প্রশ্ন করছিলেন, তখন দৈবাৎ তাঁরা বনের একটি কোণে তাঁর পদচিহ্ন লক্ষ্য করলেন।

শ্লোক ২৫

পদানি ব্যক্তমেতানি নন্দসূনোর্মহাত্মনঃ ।
লক্ষ্যন্তে হি ধ্বজাম্ভোজবজ্রাঙ্কুশযবাদিভিঃ ॥ ২৫ ॥

পদানি—পদচিহ্ন গুলি; **ব্যক্তম্**—পরিষ্কারভাবে; **এতানি**—এই সকল; **নন্দ-সূনোঃ**—নন্দ মহারাজের পুত্রের; **মহা-আত্মনঃ**—মহাত্মা; **লক্ষ্যন্তে**—নিরূপণ করে; **হি**—অবশ্যই; **ধ্বজ**—পতাকা; **অম্ভোজ**—পদ্ম; **বজ্র**—বজ্র; **অঙ্কুশ**—অঙ্কুশ; **যব-আদিভিঃ**—যব প্রভৃতি।

অনুবাদ

[গোপীরা বললেন—] এই সকল পদচিহ্নে ধ্বজ, পদ্ম, বজ্র, অঙ্কুশ, যব প্রভৃতি চিহ্নগুলি পরিষ্কারভাবে নির্ণয় করছে যে, সেগুলি সেই মহাত্মা, নন্দ-মহারাজের পুত্রেরই পদচিহ্ন।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর এই শ্লোকের ভাষ্যে শ্রীকৃষ্ণ পাদপদ্মের প্রতীকী চিহ্নগুলির বিষয়ে শাস্ত্রীয় তথ্যাদি প্রদান করছেন—

"*স্কন্দ-পুরাণ* থেকে উদ্ধৃত নিম্নোক্ত শ্লোকটিতে কৃষ্ণের পাদপদ্মের কোথায় কোন্ চিহ্ন, যেমন পতাকা ও অন্যান্য চিহ্নাদি বহন করেন এবং এই সমস্ত চিহ্নের কারণ কি, তা বর্ণনা করা হয়েছে—

দক্ষিণস্য পদাঙ্গুষ্ঠ মূলে চক্রং বিভর্ত্ত্যজঃ ।
তত্র ভক্তজনস্যারি-ষড়বর্গচ্ছেদনায় সঃ ॥

'তাঁর দক্ষিণ পদের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের মূলে অজ ভগবান চক্র-চিহ্ন বহন করেন, যা তাঁর ভক্তবৃন্দের ষড়বর্গ (ছয়টি মানসিক শত্রু) ছেদন করে।'

মধ্যমাঙ্গুলিমূলে চ ধত্তে কমলমচ্যুতঃ ।
ধ্যাতৃচিত্তদ্বিরেফাণাং লোভনায়াতিশোভনম্ ॥

'শ্রীঅচ্যুতের সেই একই পদের মধ্যমা অঙ্গুলির উপরিভাগে একটি পদ্মফুল রয়েছে, যা তাঁর পাদপদ্ম ধ্যানকারী ভ্রমরতুল্য ভক্তের মনে তাঁকে পাওয়ার লোভ বর্ধিত করে।'

কনিষ্ঠা-মূলতো বজ্রং ভক্তপাপাদ্রিভেদনম্ ।
পার্ষ্ণিমধ্যেঽঙ্কুশং ভক্ত চিত্তেভবশকারিণম্ ॥

'তাঁর কনিষ্ঠা অঙ্গুলির মূলে বজ্র রয়েছে যা তাঁর ভক্তের পর্বতপ্রমাণ অতীত পাপরাশিকে চূর্ণ করে এবং তাঁর গোড়ালির মধ্যভাগে অঙ্কুশ চিহ্ন রয়েছে যা তাঁর ভক্তের হস্তীতুল্য মনকে নিয়ন্ত্রণাধীনে আনয়ন করে।'

ভোগসম্পন্ময়ং ধত্তে যবমঙ্গুষ্ঠপর্বণি ।

'তাঁর ডান চরণের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের সন্ধিপ্রদেশ যব চিহ্ন ধারণ করছে, যা সকল ধরনের ভোগ ঐশ্বর্যের প্রতীক'।

"*স্কন্দ পুরাণে* আরও উল্লেখ করা হয়েছে যে,

বজ্রং বৈ দক্ষিণে পার্শ্বে অঙ্কুশো বৈ তদগ্রত ইতি ।

'তাঁর ডান চরণের ডান দিকে একটি বজ্র চিহ্ন পাওয়া যায় এবং তার ঠিক নিচেই রয়েছে অঙ্কুশ চিহ্ন।'

"বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের আচার্যগণ ব্যাখ্যা করছেন যে, যেহেতু ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণ নিয়ে আমরা আলোচনা করছি, আমাদের জানা উচিত যে, বজ্র চিহ্নটি তাঁর কনিষ্ঠ অঙ্গুলির মূলে এবং ঐ বজ্রের নিচেই অঙ্কুশ চিহ্ন রয়েছে। নারায়ণ ও অন্যান্য বিষ্ণু-তত্ত্ব প্রকাশেই গোড়ালিতে অঙ্কুশ চিহ্ন থাকে।

"এইভাবে *স্কন্দ পুরাণে* কৃষ্ণের দক্ষিণ চরণের ছয়টি চিহ্ন বর্ণনা করা হয়েছে—চক্র, ধ্বজা, পদ্ম, বজ্র, অঙ্কুশ ও যব। *বৈষ্ণব-তোষণী* গ্রন্থে আরও অনেক চিহ্নের উল্লেখ করা হয়েছে—তাঁর চরণের মধ্যভাগ হতে শুরু করে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ও দ্বিতীয় আঙুলের মধ্যবর্তী সংযোগস্থল বরাবর একটি উর্দ্ধরেখা রয়েছে; চক্রের নিচে একটি ছত্র চিহ্ন; তাঁর চরণের মধ্যভাগের মূলে চারটি কোণে চারটি স্বস্তিক চিহ্ন অবস্থান করছে; প্রতিটি কোণের চারটি স্বস্তিক চারটি জম্বুফলের সঙ্গে মিলিত হয়েছে; স্বস্তিকের মাঝখানে অষ্টভুজ চিহ্ন রয়েছে। এইসব মিলিয়ে কৃষ্ণের দক্ষিণ চরণে এগারটি চিহ্ন রয়েছে।"

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর কৃষ্ণের বাম চরণের চিহ্নসমূহের বর্ণনা এইভাবে করছেন—"বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের মূলে অঙ্গুষ্ঠমুখী একটি শঙ্খ। মধ্যমা অঙ্গুষ্ঠের মূলে অন্তর ও বাহ্য আকাশের প্রতীক স্বরূপ দুটি এককেন্দ্রিক বৃত্ত। এই চিহ্নটির নীচে কামদেবের জ্যাবিহীন ধনুক চিহ্ন; ধনুকটির মূলে একটি ত্রিকোণ চিহ্ন এবং ত্রিকোণ চিহ্নটিকে পরিবৃত করে আছে চারটি কলস। ত্রিকোণের ঠিক নিচে অতিরিক্ত দুটি ত্রিকোণসহ অর্ধ-চন্দ্র, যা ত্রিকোণকে স্পর্শ করে আছে এবং অর্ধ-চন্দ্রের নিচে মৎস্যচিহ্ন।

"সব মিলিয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মতলে ঊনিশটি বিশেষ চিহ্ন রয়েছে।"

শ্লোক ২৬

তৈস্তৈঃ পদৈস্তৎপদবীমন্বিচ্ছন্ত্যোঽগ্রতোঽবলাঃ ।
বধ্বাঃ পদৈঃ সুপৃক্তানি বিলোক্যার্তাঃ সমব্রুবন্ ॥ ২৬ ॥

তৈঃ তৈঃ—সেই সব; **পদৈঃ**—পদচিহ্নগুলি; **তৎ**—তাঁর; **পদবীম্**—পথ; **অন্বিচ্ছন্ত্যঃ**—অন্বেষণ করতে করতে; **অগ্রতঃ**—অগ্রসর হয়ে; **অবলাঃ**—অবলা বালিকারা; **বধ্বাঃ**—তাঁর বিশেষ প্রিয়তমার; **পদৈঃ**—পদচিহ্ন গুলি নিয়ে; **সু-পৃক্তানি**—সংমিশ্রিত; **বিলোক্য**—লক্ষ্য করে; **আর্তাঃ**—পীড়িতা হয়ে; **সমব্রুবন্**—তাঁরা বললেন।

অনুবাদ

তাঁর পদচিহ্নের প্রদর্শিত পথে গোপীরা কৃষ্ণের পথ অনুসরণ করতে লাগলেন, কিন্তু যখন দেখলেন সেই পদচিহ্ন তাঁর অন্যতম প্রিয়তমার পদচিহ্নের সঙ্গে সংমিশ্রিত হয়েছে, তখন তাঁরা আকুল হয়ে এইভাবে বলতে লাগলেন।

শ্লোক ২৭

কস্যাঃ পদানি চৈতানি যাতায়া নন্দসসূনুনা ।
অংসন্যস্তপ্রকোষ্ঠায়াঃ করেণোঃ করিণা যথা ॥ ২৭ ॥

কস্যাঃ—কোন এক গোপীর; **পদানি**—পদচিহ্ন; **চ**—ও; **এতানি**—এই সমস্ত; **যাতায়াঃ**—যে গমন করেছিল; **নন্দ-সূনুনা**—নন্দ মহারাজের পুত্রের সঙ্গে; **অংশ**—যার স্কন্ধোপরে; **ন্যস্ত**—স্থাপন করে; **প্রকোষ্ঠায়াঃ**—তাঁর বাহু; **করেণোঃ**—হস্তিণী; **করিণা**—হস্তীর সঙ্গে; **যথা**—যেমন।

অনুবাদ

[গোপীরা বললেন—] এখানে আমরা কোন গোপীর পদচিহ্ন দেখ্‌ছি, যে নিশ্চয়ই নন্দ-মহারাজের পুত্রের সঙ্গে গমন করেছে। ঠিক যেমন কোন হস্তী তার সঙ্গী

হস্তিনীর কাঁধের উপরে তার শুঁড় স্থাপন করে, কৃষ্ণও নিশ্চয়ই তাঁর বাহু তাঁর স্কন্ধে স্থাপন করেছিলেন।

শ্লোক ২৮

অনয়ারাধিতো নূনং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ ।
যন্ নো বিহায় গোবিন্দঃ প্রীতো যামনয়দ্রহঃ ॥ ২৮ ॥

অনয়া—তাঁর দ্বারা; আরাধিতঃ—পূর্ণভাবে আরাধিত; নূনম্—অবশ্যই; ভগবান্—পরমেশ্বর ভগবান; হরিঃ—শ্রীকৃষ্ণ; ঈশ্বরঃ—পরম নিয়ন্তা; যৎ—যে কারণে; নঃ—আমাদের; বিহায়—পরিত্যাগ করে; গোবিন্দঃ—ভগবান গোবিন্দ; প্রীতঃ—প্রীত; যাম্—যাঁকে; অনয়ৎ—নিয়ে গিয়েছেন; রহঃ—নির্জন স্থানে।

অনুবাদ

এই বিশেষ গোপী নিশ্চয়ই যথার্থভাবে সর্বশক্তিমান ভগবান গোবিন্দের আরাধনা করেছিলেন, তাই তাঁর প্রতি অত্যন্ত প্রীত হয়ে তিনি অবশিষ্ট আমাদের পরিত্যাগ করে তাঁকে নির্জন স্থানে নিয়ে গিয়েছেন।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বর্ণনা করছেন যে, *আরাধিতঃ* শব্দটি শ্রীমতী রাধারাণীর সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি ভাষ্য প্রদান করছেন, "মুনিবর শুকদেব গোস্বামী রাধারাণীর নাম গোপন রাখতে সকল প্রয়াস করেছেন। কিন্তু এখন আপনা থেকেই তাঁর মুখচন্দ্র হতে তা দীপ্তিমান হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে শ্রীমতী রাধারাণীর কৃপাতেই তিনি তাঁর নাম এইভাবে প্রকাশ করেছেন এবং তাঁর পরম সৌভাগ্য ঘোষণা করার জন্য *আরাধিতঃ* শব্দটি দুন্দুভির মতো নিনাদিত হচ্ছে।"

যদিও গোপীরা যেন শ্রীমতী রাধারাণীর প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ হয়ে কথা বলেছেন কিন্তু তিনিই শ্রীকৃষ্ণের মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন তা লক্ষ্য করে তাঁরা প্রকৃতপক্ষে উল্লসিত হয়েছিলেন।

শ্রীল রূপ গোস্বামী তাঁর *শ্রীউজ্জ্বল নীলমণি* গ্রন্থে শ্রীমতী রাধারাণীর পদচিহ্নের যে বিশদ বিবরণ প্রদান করেছেন, শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর তা উদ্ধৃত করেছেন—"শ্রীমতী রাধারাণীর বাম চরণের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের মূলে একটি যব চিহ্ন রয়েছে, সেই চিহ্নের নিচে এক চক্র, সেই চক্রের নিচে একটি ছত্র, এবং ছত্রের নিচে একটি বলয় চিহ্ন রয়েছে। তাঁর চরণের মধ্যভাগ থেকে একটি উর্ধরেখা তাঁর বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ও তর্জনীর সন্ধি স্থল পর্যন্ত গিয়েছে। মধ্যমা অঙ্গুলির মূলে একটি পদ্ম, তার নিচে পতাকাসহ ধ্বজ চিহ্ন এবং ধ্বজের নিম্নে পুষ্পবল্লী। তাঁর কনিষ্ঠাঙ্গুলির

মূলে অঙ্কুশ চিহ্ন এবং গোড়ালিতে অর্ধ-চন্দ্র। এইভাবে তাঁর বাম চরণে এগারটি চিহ্ন রয়েছে।

"তাঁর দক্ষিণ চরণের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠমূলে একটি শঙ্খ এবং তার নিচে একটি গদা। কনিষ্ঠা অঙ্গুলির মূলে বেদী এবং তার নীচে একটি কুণ্ডল এবং সেই কুণ্ডলের নিচে একটি গদা। এছাড়া তর্জনী, মধ্যমা, অনামিকা ও কনিষ্ঠা অঙ্গুলির নিচে পর্বত চিহ্ন এবং পর্বতের নিচে রথ চিহ্ন রয়েছে, আর গোড়ালিতে মৎস্য চিহ্ন রয়েছে।

"এইভাবে শ্রীমতী রাধারাণীর চরণ-কমলতলে মোট উনিশটি চিহ্ন রয়েছে।"

শ্লোক ২৯

ধন্যা অহো অমী আল্যো গোবিন্দাঙ্ঘ্র্যব্জরেণবঃ ।
যান্ ব্রহ্মেশৌ রমা দেবী দধুর্মূর্ধ্ন্যঘনুত্তয়ে ॥ ২৯ ॥

ধন্যাঃ—পবিত্র; **অহো**—আহা; **অমী**—এই সকল; **আল্যঃ**—হে গোপীগণ; **গোবিন্দ**—গোবিন্দের; **অঙ্ঘ্রি-অব্জ**—পাদপদ্মের; **রেণবঃ**—রেণু; **যান্**—যা; **ব্রহ্মা**—শ্রীব্রহ্মা; **ঈশৌ**—শিব; **রমা দেবী**—লক্ষ্মী দেবী; **দধুঃ**—ধারণ করেন; **মূর্ধ্নি**—তাঁদের মস্তকে; **অঘ**—তাঁদের পাপের; **নুত্তয়ে**—বিনাশের জন্য।

অনুবাদ

হে গোপীগণ! গোবিন্দের পাদপদ্মরেণু এতই পবিত্র যে, ব্রহ্মা, শিব ও রমা দেবীও পাপনাশের জন্য সেই রেণু তাঁদের মস্তকে ধারণ করেন।

তাৎপর্য

শাস্ত্র থেকে উদ্ধৃত করে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বর্ণনা করছেন যে, প্রতিদিন অপরাহ্নে গোচারণভূমি থেকে তাঁর গোপবালকসখা সহ শ্রীকৃষ্ণ প্রত্যাবর্তন করলে, ব্রহ্মা ও শিবের মতো প্রধান দেবতাগণ তাঁর চরণধূলি গ্রহণের জন্য স্বর্গ থেকে নেমে আসেন।

রমা দেবী (বিষ্ণু পত্নী), শিব ও ব্রহ্মার মতো মহাপুরুষেরা কখনই পাপী ছিলেন না। কিন্তু শুদ্ধ কৃষ্ণভাবনাময় হওয়ার ভাবাবেগে তাঁরা নিজেদের পতিত ও অপবিত্র অনুভব করতেন। তাই, নিজেদের শুদ্ধতার আকাঙ্ক্ষায় তাঁরা আনন্দের সঙ্গে ভগবানের পাদপদ্মের ধূলিকণা গ্রহণ করে তাঁদের মাথায় ধারণ করেন।

শ্লোক ৩০

তস্যা অমূনি নঃ ক্ষোভং কুর্বন্ত্যুচ্চৈঃ পদানি যৎ ।
যৈকাপহৃত্য গোপীনাং রহো ভুঙ্‌ক্তেঽচ্যুতাধরম্ ॥

ন লক্ষ্যন্তে পদান্যত্র তস্যা নূনং তৃণাঙ্কুরৈঃ ।
খিদ্যৎসুজাতাঙ্ঘ্রিতলামুন্নিন্যে প্রেয়সীং প্রিয়ঃ ॥ ৩০ ॥

তস্যাঃ—তাঁর; অমূনি—এইসকল; নঃ—আমাদের; ক্ষোভম্—ক্ষোভ; কুর্বন্তি—উৎপন্ন করছে; উচ্চৈঃ—অতিশয়; পদানি—পদচিহ্নসমূহ; যৎ—যেহেতু; যা—যে; একা—একাকী; অপহৃত্য—অপহরণ করে নিয়ে; গোপীনাম্—সমস্ত গোপীদের; রহঃ—নির্জনে; ভুঙ্‌ক্তে—পান করছে; অচ্যুত—কৃষ্ণের; অধরম্—অধরসুধা; ন লক্ষ্যন্তে—দেখতে না পেয়ে; পদানি—পদচিহ্ন; অত্র—এখানে; তস্যাঃ—তাঁর; নূনম্—নিশ্চয়ই; তৃণ—তৃণ; অঙ্কুরৈঃ—অঙ্কুর; খিদ্যৎ—ব্যথিত হওয়ায়; সুজাত—সুকোমল; অঙ্ঘ্রি—পদদ্বয়ের; তলাম্—তল; উন্নিন্যে—তিনি স্কন্ধে ধারণ করেছিলেন; প্রেয়সীম্—তাঁর প্রিয়তমাকে; প্রিয়ঃ—প্রিয়তম কৃষ্ণ।

অনুবাদ

সেই বিশেষ গোপীর পদচিহ্নগুলি আমাদের অতিশয় ক্ষুব্ধ করছে। সমস্ত গোপীদের মধ্যে সে একা নির্জনে অপহৃত হয়ে শ্রীকৃষ্ণের অধর সুধা পান করছে। দেখ, এখানে আমরা আর তার পদচিহ্ন দেখতে পাচ্ছি না! নিশ্চয়ই তৃণাঙ্কুর তার সুকোমল পদতল ব্যথিত করছিল, তাই তার প্রিয়তম তাঁর প্রেয়সীকে স্কন্ধে ধারণ করেন।

শ্লোক ৩১

ইমান্যধিকমগ্নানি পদানি বহতো বধূম্ ।
গোপ্যঃ পশ্যত কৃষ্ণস্য ভারাক্রান্তস্য কামিনঃ ।
অত্রাবরোপিতা কান্তা পুষ্পহেতোর্মহাত্মনা ॥ ৩১ ॥

ইমানি—এই সকল; অধিক—অধিক; মগ্নানি—গভীর হয়েছে; পদানি—পদচিহ্ন গুলি; বহতঃ—বহন; বধূম্—তাঁর প্রেয়সীর; গোপ্যঃ—হে গোপীগণ; পশ্যত—এই দেখ; কৃষ্ণস্য—কৃষ্ণের; ভার—ভারে; আক্রান্তস্য—কষ্টকর; কামিনঃ—কামী; অত্র—এই স্থানে; অবরোপিতা—নামিয়ে ছিলেন; কান্তা—প্রেয়সী; পুষ্প—পুষ্প (চয়নের); হেতোঃ—জন্য; মহা-আত্মনা—মহাত্মা।

অনুবাদ

হে গোপীগণ, লক্ষ্য কর, তাঁর প্রিয়তমার ভার বহন নিশ্চয়ই তাঁর কাছে কষ্টকর হয়েছিল আর তাই এই স্থানে কামপীড়িত কৃষ্ণের পদচিহ্নগুলি ভূমিতে কতখানি গভীর হয়েছে। আর এখানে, পুষ্পচয়নের জন্য সেই মহাত্মা চতুর বালকটি নিশ্চয়ই তাঁর প্রেয়সীকে নামিয়ে ছিলেন।

তাৎপর্য

বধূম্ শব্দটি নির্দেশ করছে যে, শ্রীকৃষ্ণ যদিও প্রথামতো রাধারাণীকে বিবাহ করেননি কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বৃন্দাবনের বনে তিনি তাকে তাঁর বধূরূপে গ্রহণ করেছেন।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের মতানুসারে, গোপীগণের *কামিনঃ* শব্দটির ব্যবহার এখানে এই ভাবনা ইঙ্গিত করছে যে, "আসলে আমরা শ্রীকৃষ্ণকে ভালবাসি, কিন্তু তবুও তিনি আমাদের পরিত্যাগ করেছেন। সুতরাং রাধারাণীর সঙ্গে তাঁর এই ব্যক্তিগত আচরণ প্রমাণ করছে যে, ব্রজের এই যুবরাজ কামবশে তাঁকে নিয়ে চলে গিয়েছে। যদি সে প্রেমে আগ্রহী হত, তা হলে ঐ গোপকন্যা রাধারাণীর পরিবর্তে সে আমাদের গ্রহণ করত।"

এইসকল চিন্তা শ্রীমতী রাধারাণীর প্রতিদ্বন্দ্বী যে গোপীরা, তাঁদের বিরোধী মনোভাব প্রকাশিত করছে। গোপীগণের যারা তাঁর মিত্র, তারা অবশ্যই তার সৌভাগ্য দর্শন করে আনন্দিত হয়েছিলেন। অবশ্য, যে গোপীরা তাঁর একান্ত সহচরী ছিলেন, তাঁর সৌভাগ্যে তাঁরা উল্লসিতই হন।

শ্লোক ৩২

অত্র প্রসূনাবচয়ঃ প্রিয়ার্থে প্রেয়সা কৃতঃ ।
প্রপদাক্রমণে এতে পশ্যতাসকলে পদে ॥ ৩২ ॥

অত্র—এখানে; **প্রসূন**—পুষ্প; **অবচয়ঃ**—চয়ন; **প্রিয়ার্থে**—তাঁর প্রিয়তমার জন্য; **প্রেয়সা**—প্রিয়তম কৃষ্ণ; **কৃতঃ**—করেছেন; **প্রপদ**—তাঁর পদাগ্রভাগ; **আক্রমণে**—চাপ দিয়ে; **এতে**—এই সকল; **পশ্যত**—দেখ; **অসকলে**—অসম্পূর্ণ; **পদে**—পদচিহ্নযুগল।

অনুবাদ

দেখ, প্রিয়তম কৃষ্ণ এই স্থানে কিভাবে তাঁর প্রিয়তমার জন্য পুষ্পচয়ন করেছেন। এখানে তিনি কেবলমাত্র তাঁর পদদ্বয়ের সম্মুখভাগের চিহ্ন রেখে গেছেন, কারণ ফুলের নাগাল পাবার জন্য তিনি তাঁর পায়ের আঙ্গুলের উপরে দাঁড়িয়েছিলেন।

শ্লোক ৩৩

কেশপ্রসাধনং ত্বত্র কামিন্যাঃ কামিনা কৃতম্ ।
তানি চূড়য়তা কান্তামুপবিষ্টমিহ ধ্রুবম্ ॥ ৩৩ ॥

কেশ—চুলের; **প্রসাধনম্**—প্রসাধন; **তু**—অধিকন্তু; **অত্র**—এখানে; **কামিন্যাঃ**—কামিনীর; **কামিনা**—কামী কৃষ্ণ; **কৃতম্**—করেছেন; **তানি**—সেইসব (পুষ্প) দ্বারা;

চূড়য়তা—তিনি চূড়া নির্মাণ করেছিলেন; **কান্তাম্**—তাঁর প্রেয়সীর জন্য; **উপবিষ্টম্**—উপবেশন করে; **ইহ**—এখানে; **ধ্রুবম্**—নিশ্চয়ই।

অনুবাদ

কৃষ্ণ নিশ্চয়ই এইখানে তাঁর প্রেয়সীর কেশ প্রসাধনের জন্য উপবেশন করেছিলেন। তাঁর চয়ন করা পুষ্পে সেই কামী বালক নিশ্চয়ই সেই কামিনীকে চূড়া নির্মাণ করে দিয়েছিলেন।

তাৎপর্য

আচার্যবর্গ বর্ণনা করছেন যে, শ্রীকৃষ্ণ তাঁর চয়ন করা বনফুল দিয়ে রাধারাণীর কেশ সজ্জিত করতে চেয়েছিলেন। তাই রাধারাণীকে কৃষ্ণ জানুদ্বয়ের মধ্যে গ্রহণ করে তাঁরা উভয়ে একই দিকে মুখ করে উপবেশন করলেন এবং কৃষ্ণ পুষ্প দ্বারা রাধারাণীর কেশ প্রসাধন করতে লাগলেন। কৃষ্ণ তাঁর জন্য একটি পুষ্পচূড়া নির্মাণ করে বনদেবীরূপে তাঁর অভিষেক করলেন। এইভাবে সেই আবেগপ্রবণ বালক ও বালিকা বৃন্দাবনে একত্রে ক্রীড়া ও কৌতুক করছিলেন।

শ্লোক ৩৪

রেমে তয়া স্বাত্মরত আত্মারামোঽপ্যখণ্ডিতঃ ।
কামিনাং দর্শয়ন্ দৈন্যং স্ত্রীণাঞ্চৈব দুরাত্মতাম্ ॥ ৩৪ ॥

রেমে—তিনি বিহার করেছিলেন; **তয়া**—তাঁর সঙ্গে; **চ**—এবং; **আত্ম-রতঃ**—স্ব-ক্রীড়; **আত্ম-আরামঃ**—আত্মসন্তুষ্ট; **অপি**—যদিও; **অখণ্ডিতঃ**—স্বয়ংসম্পূর্ণ; **কামিনাম্**—সাধারণ কামুক মানুষের; **দর্শয়ন্**—প্রদর্শনের জন্য; **দৈন্যম্**—দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থা; **স্ত্রীণাম্**—সাধারণ নারীদের; **চ এব**—ও; **দুরাত্মতাম্**—দুরাত্মতা।

অনুবাদ

[শুকদেব গোস্বামী বলতে থাকেন—] ভগবান কৃষ্ণ স্ব-ক্রীড়, আত্মারাম ও স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও সাধারণ কামুক মানুষের দুর্দশা ও নারীদের দুরাত্মতা প্রদর্শনের জন্য সেই গোপীর সঙ্গে বিহার করেছিলেন।

তাৎপর্য

জড়জাগতিক মানুষেরা কখনও শ্রীকৃষ্ণের লীলার যে বিরুদ্ধ সমালোচনা করে থাকে, এই শ্লোকে সরাসরি তা খণ্ডন করা হয়েছে। দার্শনিক অ্যারিস্টটল সাধারণ কার্যকলাপ সবই ভগবানের অযোগ্য বলে দাবী করেছিলেন এবং কিছু মানুষ এই ধারণা পোষণ করার ফলে ঘোষণা করে যে, ভগবান কৃষ্ণের কার্যকলাপ যেহেতু সাধারণ মানুষের মতো, তাই তিনি স্বয়ং কখনও পরমব্রহ্ম হতে পারেন না।

কিন্তু এই শ্লোকে শুকদেব গোস্বামী দৃঢ়ভাবে বলছেন যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পারমার্থিক আত্ম-সন্তুষ্টির মুক্ত স্তরে ক্রিয়া করেন। এই সত্যটি *আত্ম-রত, আত্মারাম, এবং অখণ্ডিত* শব্দ গুলির মাধ্যমে ইঙ্গিত করা হয়েছে। বনজ্যোৎস্নায় আবেগপ্রবণ প্রণয় উপভোগকারী এক সুন্দর বালক এবং এক সুন্দরী বালিকা স্বার্থপর কামনা-বাসনারহিত শুদ্ধ কর্মে যুক্ত হতে পারে, সাধারণ মানুষের কাছে তা অচিন্তনীয়। যদিও ভগবান কৃষ্ণ সাধারণ মানুষদের কাছে অচিন্তনীয়, কিন্তু যারা তাঁকে ভালোবাসে, তারা সহজেই তার লীলার পরম শুদ্ধতা হৃদয়ঙ্গম করতে পারে।

কেউ হয়ত বলতে পারে যে, "সৌন্দর্য তো দর্শকের দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপার" আর তাই কৃষ্ণভক্তগণ ভগবানের কার্যকলাপকে শুদ্ধ বলে কল্পনা করছেন। এই যুক্তি অনেক তাৎপর্যপূর্ণ সত্যকে অবজ্ঞা করছে। যেমন প্রথম হল, কৃষ্ণপ্রেমে উন্নত হবার জন্য কৃষ্ণভাবনামৃতের পথে একজন ভক্তকে কঠোরভাবে চারটি বিধি নিষেধ পালন করতে হয়—অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ করা চলবে না, কোন রকম জুয়াখেলা চলবে না, কোন নেশা করা চলবে না এবং মাছ, মাংস, ডিম ইত্যাদি আমিষাহার করা চলবে না। কেউ যখন জাগতিক কামনা থেকে মুক্ত হয়ে জাগতিক আকাঙ্ক্ষার অতীত এক মুক্ত স্তরে উন্নীত হন, তখন তিনি শ্রীকৃষ্ণের পরম সৌন্দর্য হৃদয়ঙ্গম করেন। এটি কোন তাত্ত্বিক পন্থা নয়, কৃষ্ণভাবনামৃতের পথ সম্বন্ধে উজ্জ্বল দৃষ্টান্তমূলক শিক্ষা রেখে গেছেন যে শতসহস্র মহান ঋষিগণ, তাঁরা এটি সম্পূর্ণ অভ্যাসের মাধ্যমে আয়ত্ত করেছিলেন।

একথা ঠিকই যে, দ্রষ্টার দৃষ্টিভঙ্গির উপর সৌন্দর্য নির্ভর করে। কিন্তু প্রকৃত সৌন্দর্য জাগতিক দেহের কামুক চোখে নয়, আত্মার চোখে অনুভূত হয়। তাই বৈদিক শাস্ত্রে বারে বারে দৃঢ়ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে, জাগতিক আকাঙ্ক্ষা হতে মুক্তজনেরাই কেবল তাঁদের ভগবৎ-প্রেমের অঞ্জনে চর্চিত শুদ্ধ-আত্মার চোখ দিয়ে শ্রীকৃষ্ণের সৌন্দর্য দর্শন করতে পারেন। অবশেষে লক্ষ্য করা যেতে পারে যে, শ্রীকৃষ্ণের লীলাসমূহ হৃদয়ঙ্গম করার মাধ্যমেই মানুষ জাগতিক ইন্দ্রিয়ের বিষয়গত সকল ইন্দ্রিয় বাসনার প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারেন।

পরিশেষে চূড়ান্তভাবে বলা যায়—শ্রীকৃষ্ণের প্রণয়লীলা তাঁর পরম-তত্ত্বের যোগ্যতা অনুযায়ী যথাযথ। *বেদান্তে* উল্লেখ করা হয়েছে যে, পরম ব্রহ্ম সমস্ত কিছুর মূল উৎস। তাই জড় জগতের কোন সুন্দর বস্তু পরম-তত্ত্বে নেই তা হতে পারে না। যেহেতু জড় জগৎ চিৎজগতের বিকৃত প্রতিফলন, তাই পরম-তত্ত্বে শুদ্ধ-অপ্রাকৃত রূপে অধিষ্ঠিত প্রণয় বিষয়ও এই জগতে তার বিকৃত, জাগতিক রূপে প্রকাশিত হতে পারে। তাই এই জগতের প্রতিভাত সৌন্দর্যকে চরমে পরিত্যাগ না করে বরং তাকে তার শুদ্ধ অপ্রাকৃত রূপে গ্রহণ করা উচিত।

অনাদি কাল হতে স্ত্রী ও পুরুষেরা প্রণয়কলা দ্বারা কাব্যিক আনন্দে উৎসাহিত হয়েছেন। দুর্ভাগ্যবশত, এই জগতে প্রণয় আমাদের হতাশা-ধ্বস্ত করে আমাদের হৃদয়ের পরিবর্তন কিম্বা মৃত্যু ঘটায়। এইভাবে প্রণয় বিষয়টিকে প্রথমত সুন্দর ও উপভোগ্যরূপে দেখা গেলেও, পরিশেষে তা জাগতিক প্রকৃতির প্রচণ্ড আক্রমণের ফলস্বরূপ নষ্ট হয়। তবুও প্রণয়ের ধারণাকে সামগ্রিকভাবে পরিত্যাগ করা অযৌক্তিক। বরং, স্বার্থপরতা বা জাগতিক কামে রঞ্জিত না করে প্রণয় আকর্ষণ যে ভাবে ঈশ্বরের মাঝে বিদ্যমান, সেই পরম, পূর্ণ, শুদ্ধ স্বরূপে আমাদের তা গ্রহণ করা উচিত। সেই পরম প্রণয় আকর্ষণ—পরম সত্যের পরম সৌন্দর্য ও আনন্দকে আমরা *শ্রীমদ্ভাগবতের* পাতায় পাতায় পাঠ করছি।

শ্লোক ৩৫-৩৬

ইত্যেবং দর্শয়ন্ত্যস্তাশ্চেরুর্গোপ্যো বিচেতসঃ ।
যাং গোপীমনয়ৎ কৃষ্ণো বিহায়ান্যাঃ স্ত্রিয়ো বনে ॥ ৩৫ ॥
সা চ মেনে তদাত্মানং বরিষ্ঠং সর্বযোষিতাম্ ।
হিত্বা গোপীঃ কামযানা মামসৌ ভজতে প্রিয়ঃ ॥ ৩৬ ॥

ইতি এবম্—এইভাবে; দর্শয়ন্ত্যঃ—দেখাতে দেখাতে; তাঃ—তারা; চেরুঃ—বিচরণ করছিলেন; গোপ্যঃ—গোপীগণ; বিচেতসঃ—সম্পূর্ণরূপে বিভ্রান্ত; যাম্—যে; গোপীম্—গোপীকে; অনয়ৎ—তিনি আনয়ন করেছিলেন; কৃষ্ণঃ—শ্রীকৃষ্ণ; বিহায়—পরিত্যাগ করে; অন্যাঃ—অন্য; স্ত্রীয়ঃ—স্ত্রীগণকে; বনে—বনে; সা—তিনি; চ—ও; মেনে—মনে করলেন; তদা—তখন; আত্মানম্—নিজেকে; বরিষ্ঠম্—শ্রেষ্ঠ; সর্ব—সকলের; যোষিতাম্—স্ত্রীগণের; হিত্বা—পরিত্যাগ করে; গোপীঃ—গোপীগণকে; কামযানাঃ—কামবেগে সমাগতা; মাম্—আমাকে; অসৌ—তিনি; ভজতে—ভজনা করছেন; প্রিয়ঃ—প্রিয়।

অনুবাদ

সম্পূর্ণরূপে বিভ্রান্তমনা গোপীরা বিচরণ করতে করতে কৃষ্ণের বিবিধ লীলাসমূহের চিহ্ন দেখাচ্ছিলেন। অন্য সকল গোপীদের পরিত্যাগ করে যে বিশেষ গোপীকে কৃষ্ণ নির্জন বনে নিয়ে গিয়েছিলেন, তিনি নিজেকে অন্যান্য নারীর মধ্যে শ্রেষ্ঠা বিবেচনা করে ভাবতে লাগলেন, "অন্যান্য গোপীরা কামবেগে সমাগতা হলেও আমার প্রিয়তম অন্য গোপীদের পরিত্যাগ করে কেবলমাত্র আমাকেই গ্রহণ করেছেন।"

তাৎপর্য

ইতিপূর্বে কৃষ্ণের সঙ্গ লাভে গোপীরা গর্বিতা হলে তাঁরা সহসা তাঁর সঙ্গ হারালেন। কেবলমাত্র রাধারাণী কৃষ্ণের সঙ্গে থেকে গেলেন। এখন তিনিও তাঁর সঙ্গ লাভের গর্বিতা হয়ে উঠেছেন এবং সেই একই পরিণতি লাভ করবেন। শ্রীকৃষ্ণের সাথে এক মুহূর্তের বিরহে তাঁর প্রতি গোপীদের অনুপম ভক্তির গভীরতা প্রকাশের উদ্দেশ্যেই তিনি এই সব আয়োজন করেন।

শ্লোক ৩৭

ততো গত্বা বনোদ্দেশং দৃপ্তা কেশবমব্রবীৎ ।
ন পারয়েঽহং চলিতুং নয় মাং যত্র তে মনঃ ॥ ৩৭ ॥

ততঃ—তখন; গত্বা—গমন করে; বন—বনের; উদ্দেশম্—প্রদেশে; দৃপ্তা—গর্বিত; কেশবম্—কৃষ্ণকে; অব্রবীৎ—বললেন; ন পারয়ে—পারি না; অহম্—আমি; চলিতুম্—চলতে; নয়—নিয়ে চল; মাম্—আমাকে; যত্র—যেখানে; তে—তোমার; মনঃ—মন।

অনুবাদ

বৃন্দাবন অরণ্যের এক অংশ দিয়ে প্রণয়ীযুগল যখন গমন করছিলেন, তখন সেই বিশেষ গোপী নিজের জন্য গর্ব অনুভব করে ভগবান কেশবকে বললেন, "আমি আর হাঁটতে পারব না। যেখানে তুমি যেতে চাও, আমাকে বহন করে নিয়ে চল।"

শ্লোক ৩৮

এবমুক্তঃ প্রিয়ামাহ স্কন্ধ আরুহ্যতামিতি ।
ততশ্চান্তর্দধে কৃষ্ণঃ সা বধূরন্বতপ্যত ॥ ৩৮ ॥

এবম্—এইভাবে; উক্তঃ—কথিত হয়ে; প্রিয়াম্—তাঁর প্রিয়তমাকে; আহ—তিনি বললেন; স্কন্ধে—আমার স্কন্ধে; আরুহ্যতাম্—আরোহণ কর; ইতি—এই সমস্ত বাক্যে; ততঃ—তখন; চ—এবং; অন্তর্দধে—তিনি অন্তর্হিত হলেন; কৃষ্ণঃ—ভগবান শ্রীকৃষ্ণ; সা—তিনি; বধূঃ—প্রিয়তমা; অন্বতপ্যত—অনুতপ্ত বোধ করলেন।

অনুবাদ

এইভাবে শুনে শ্রীকৃষ্ণ উত্তর দিলেন, "আমার কাঁধে আরোহণ কর"। কিন্তু এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি অন্তর্হিত হলেন। তাঁর প্রিয়তমা তখনই অনুতাপ করতে লাগলেন।

তাৎপর্য

শ্রীমতী রাধারাণী প্রেমিককে নিজ বশে আনতে পেরেছেন মনে করে এক সুন্দরী কন্যার গর্ব প্রদর্শন করছিলেন। তাই তিনি কৃষ্ণকে বলেছিলেন, "তুমি যেখানে যেতে চাও আমাকে বহন করে নিয়ে চল। আমি আর হাঁটতে পারছি না।" রাধারাণীর প্রেমের আনন্দ অধিক থেকে অধিকতর গভীর করার জন্য শ্রীকৃষ্ণ তখন তাঁর দৃষ্টিপথ থেকে অন্তর্হিত হলেন।

শ্লোক ৩৯

হা নাথ রমণ প্রেষ্ঠ ক্বাসি ক্বাসি মহাভুজ ।
দাস্যাস্তে কৃপণায়া মে সখে দর্শয় সন্নিধিম্ ॥ ৩৯ ॥

হা—হে; **নাথ**—প্রভু; **রমণ**—হে আমার পতি; **প্রেষ্ঠ**—হে প্রিয়তম; **ক্ব অসি ক্ব অসি**—তুমি কোথায়, তুমি কোথায়; **মহা-ভুজ**—হে মহাবাহু; **দাস্যাঃ**—দাসীকে; **তে**—তোমার; **কৃপণায়াঃ**—অত্যন্ত কাতর; **মে**—আমাকে; **সখে**—হে সখা; **দর্শয়**—দর্শন করাও; **সন্নিধিম্**—তোমার সান্নিধ্য।

অনুবাদ

তিনি ক্রন্দন করলেন—হে নাথ! হে রমণ! হে প্রিয়তম! তুমি কোথায়? তুমি কোথায়? হে মহাবাহো! হে সখা, তোমার দীন দাসীকে দয়া করে তোমার দর্শন দান কর!

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর নিম্নোক্ত বিচরণকালীন কথোপকথন বর্ণনা করছেন—

"রাধা বললেন, 'হে প্রভু, আমি তোমার বিরহ অগ্নিতে দগ্ধ হচ্ছি এবং আমার প্রাণবায়ু আমার দেহ ত্যাগ করতে চলেছে। পরম প্রচেষ্টা সত্ত্বেও আমি আমার জীবন ধারণ করতে পারছি না। কিন্তু তুমি আমার জীবনের নাথ আর তাই কেবলমাত্র আমার প্রতি দৃষ্টিপাত দ্বারা সত্বর তুমি আমাকে রক্ষা করতে পার। দয়া করে শীঘ্র তা কর। আমার জন্য নয়, বরং তোমার জন্যই আমি তোমার কাছে আমার জীবন রক্ষার প্রার্থনা জানাচ্ছি। অন্যান্য গোপীদের পরিত্যাগ করার পর তুমি কত দূরে এই বনের মধ্যে এক নির্জন স্থানে আমার সঙ্গে বিশেষ আনন্দ উপভোগের জন্য আমাকে নিয়ে এসেছ। আমি যদি মরে যাই, তুমি আর কোথাও প্রণয় সুখ লাভ করতে সমর্থ হবে না। তুমি আমাকে মনে করবে আর দুঃখে অনুতাপ করবে।'

"কৃষ্ণ উত্তর করলেন, 'তা হলে আমাকে দুঃখ পেতে দাও। তোমার তাতে কি এসে যায়?'

"কিন্তু তুমি যে আমার অত্যন্ত প্রিয়। আমি তোমার দুঃখের চেয়েও কোটিগুণ দুঃখ পাব। ইতিমধ্যে যদি আমি মরেও যাই, তবুও আমি, তোমার পাদপদ্মের নখের কোন একটি জায়গার ব্যথাও আমি সহ্য করতে পারব না। প্রকৃতপক্ষে সেই বেদনা প্রতিহত করার জন্য আমি কোটি কোটি বার আমার জীবন ত্যাগ করতে প্রস্তুত। তাই দয়া করে নিজেকে দর্শন দান করে সেই বেদনা দূর কর।'

" 'কিন্তু তোমার প্রাণবায়ু যদি তোমার দেহ পরিত্যাগ করতেই চলেছে তো তাকে থামানোর জন্য আমি কি করতে পারি?'

" 'মৃতকে পুনরুজ্জীবিত করার শক্তি সমন্বিত ওষধির ন্যায় কেবলমাত্র তোমার বাহুর স্পর্শ দ্বারা আমার দেহ তার স্বাভাবিক স্বাস্থ্যকর অবস্থায় ফিরে আসবে এবং আমার প্রাণবায়ুও আপনা থেকে ফিরে এসে আমার দেহে অবস্থান করবে।'

" 'কিন্তু আমার সাহায্য ছাড়াই স্বয়ং তোমার বনের পথ জানা থাকা সত্ত্বেও কেন তুমি আমার মতো এক সম্ভ্রমশীল সুকুমার রাজপুত্রকে আদেশ করলে? কেন তুমি 'আমায় যেখানে ইচ্ছা তুমি নিয়ে যাও' বলে আদেশ করলে? কেন তুমি আমাকে এভাবে রাগালে?'

"রাধা ক্রন্দন করতে লাগলেন, "দয়া করে তোমার দীন দাসীকে দর্শন দাও। আমাকে কৃপা কর! কৃপা কর! আমি যখন তোমাকে আদেশ করেছিলাম তখন তোমার সঙ্গে খেলতে খেলতে এত ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম যে, আমার ঘুম পেয়েছিল। তাই তোমার দীন দাসী যা বলেছে, তার জন্য ক্ষমা কর। দয়া করে রাগ করো না! আমি অযোগ্য হওয়া সত্ত্বেও তুমি আমার সঙ্গে এমন ঘনিষ্ঠ সখার মতো ব্যবহার করেছিলে যে, আমি তোমার সঙ্গে ওভাবে কথা বলেছিলাম।'

" 'ঠিক আছে, হে প্রিয়ে, আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হয়েছি, তুমি আমার কাছে এসো।'

" 'কিন্তু অনুতাপে আমি অন্ধ হয়ে গেছি। তুমি কোথায় আছ আমি দেখতে পারছি না। তুমি কোথায় আছ দয়া করে আমাকে বল।'

শ্লোক ৪০

শ্রীশুক উবাচ

অন্বিচ্ছন্ত্যো ভগবতো মার্গং গোপ্যোঽবিদূরিতঃ ।
দদৃশুঃ প্রিয়বিশ্লেষান্মোহিতাং দুঃখিতাং সখীম্ ॥ ৪০ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **অন্বিচ্ছন্ত্যঃ**—অন্বেষণ করতে করতে; **ভগবতঃ**—পরম পুরুষোত্তম ভগবানের; **মার্গম্**—পথে; **গোপ্যঃ**—গোপীগণ; **অবিদূরিতঃ**—অদূরে; **দদৃশুঃ**—দেখতে পেলেন; **প্রিয়**—তাঁর প্রিয়তমের; **বিশ্লেষাৎ**—বিরহে; **মোহিতাম্**—বিমোহিত; **দুঃখিতাম্**—দুঃখিত; **সখীম্**—তাঁদের সখীকে।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—শ্রীকৃষ্ণের গমন পথ অন্বেষণ করতে করতে অদূরে তাঁদের প্রিয়-বিরহ-মোহিত-দুঃখিতা সখীকে তাঁরা দেখতে পেলেন।

শ্লোক ৪১

তয়া কথিতমাকর্ণ্য মানপ্রাপ্তিং চ মাধবাৎ ।
অবমানং চ দৌরাত্ম্যাদ্বিস্ময়ং পরমং যযুঃ ॥ ৪১ ॥

তয়া—তাঁর; **কথিতম্**—কথিত; **আকর্ণ্য**—শ্রবণ করে; **মান**—সম্মান; **প্রাপ্তিম্**—প্রাপ্তি; **চ**—এবং; **মাধবাৎ**—শ্রীকৃষ্ণের কাছ থেকে; **অবমানম্**—অবমাননা; **চ**—ও; **দৌরাত্ম্যাৎ**—তাঁর দৌরাত্মবশত; **বিস্ময়ম্**—বিস্ময়; **পরমম্**—পরম; **যযুঃ**—প্রাপ্ত হলেন।

অনুবাদ

মাধব কিভাবে তাঁকে সম্মান প্রদান করেছিলেন কিন্তু তাঁর দৌরাত্ম্যবশত কিভাবে তখন তিনি অবমাননা ভোগ করলেন, তিনি তাঁদের সেই সব কথা বললেন। এই সমস্ত কথা শ্রবণ করে গোপীরা অত্যন্ত বিস্মিত হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

কৃষ্ণকে তাঁকে বহন করতে বলা রাধারাণীর পক্ষে স্বাভাবিক ছিল, কারণ এই অনুরোধটি তাঁদের প্রণয়ভাবগত সম্পর্কের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল। যাই হোক, এখন, অত্যন্ত বিনীতভাবে তিনি তাঁর আচরণকে দৌরাত্ম্য বলে বর্ণনা করছেন। এই সমস্ত ঘটনা শ্রবণ করে অন্যান্য গোপীগণ বিস্মিত হলেন।

শ্লোক ৪২

ততোঽবিশন্ বনং চন্দ্রজ্যোৎস্না যাবদ্বিভাব্যতে ।
তমঃ প্রবিষ্টমালক্ষ্য ততো নিববৃতুঃ স্ত্রিয়ঃ ॥ ৪২ ॥

ততঃ—তখন; **অবিশন্**—তাঁরা প্রবেশ করলেন; **বনম্**—বনে; **চন্দ্র**—চন্দ্রের; **জ্যোৎস্না**—আলো; **যাবৎ**—যত দূর; **বিভাব্যতে**—দৃশ্যমান; **তমঃ**—অন্ধকার; **প্রবিষ্টম্**—প্রবেশ করেছে; **আলক্ষ্য**—লক্ষ্য করে; **ততঃ**—অতঃপর; **নিববৃতুঃ**—তাঁরা নিবৃত্ত হলেন; **স্ত্রিয়ঃ**—স্ত্রীগণ।

অনুবাদ

অতঃপর চন্দ্রালোকে যতদূর দেখা যায়, ততদূর পর্যন্ত গোপীগণ কৃষ্ণের অন্বেষণে বনের গভীরে প্রবেশ করলেন। কিন্তু তাঁরা যখন অন্ধকারে নিমজ্জিত হলেন, তখন তাঁরা নিবৃত্ত হলেন।

তাৎপর্য

গোপীরা গভীর বনের এমন একটি অংশে প্রবেশ করেছিলেন, যেখানে চন্দ্রালোক পর্যন্ত প্রবেশ করতে পারেনি। এই দৃশ্যটি *বিষ্ণু পুরাণেও* (৫/১৩/৪১) বর্ণনা করা হয়েছে—

প্রবিষ্টো গহনং কৃষ্ণঃ পদমত্র ন লক্ষ্যতে ।
নিবর্তধ্বং শশাঙ্কস্য নৈতদ্দীধিতিগোচরঃ ॥

"একজন গোপী বললেন, 'কৃষ্ণ বনের এমন একটি ঘন অংশে প্রবেশ করেছেন যে, আমরা তাঁর পদচিহ্নগুলিও দেখতে পারছি না। তাই, যেখানে চন্দ্রালোকও প্রবেশ করতে পারে না, এই জায়গা থেকে চল, আমরা ফিরে যাই।' "

শ্লোক ৪৩

তন্মনস্কাস্তদালাপাস্তদ্বিচেষ্টাস্তদাত্মিকাঃ ।
তদ্‌গুণানেব গায়ন্ত্যো নাত্মাগারাণি সস্মরুঃ ॥ ৪৩ ॥

তৎ-মনস্কাঃ—কৃষ্ণগতচিত্তা; **তৎ-আলাপাঃ**—কৃষ্ণবিষয়ক আলাপরতা; **তৎ-বিচেষ্টাঃ**—তাঁর লীলাসমূহ অনুকরণ করতে করতে; **তৎ-আত্মিকাঃ**—তদাত্মিকা; **তৎ-গুণান্**—তাঁর গুণসমূহ সম্বন্ধে; **এব**—কেবল; **গায়ন্ত্যঃ**—গান করতে করতে; **ন**—না; **আত্ম**—তাঁদের নিজ; **আগারাণি**—গৃহের; **সস্মরুঃ**—স্মরণ হল।

অনুবাদ

তখন শ্রীকৃষ্ণগতচিত্তা, তদালাপরতা এবং তাঁর লীলা অনুকরণে তদাত্মিকা গোপীগণ উচ্চৈঃস্বরে কৃষ্ণ গুণ-গান করতে করতে তাঁদের নিজ নিজ গৃহের কথা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হলেন।

তাৎপর্য

প্রকৃতপক্ষে ভগবানের শুদ্ধ-ভক্তগণের কখনই কৃষ্ণ বিরহ হয় না। যদিও বাহ্যত কৃষ্ণ তাঁদের পরিত্যাগ করেছেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে গোপীগণ অপ্রাকৃত পন্থা *শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণো,* অর্থাৎ ভগবানের মহিমা শ্রবণ ও কীর্তনের মাধ্যমে দৃঢ়রূপে তাঁর সঙ্গে সম্পর্কযুক্তা ছিলেন।

শ্লোক ৪৪

পুনঃ পুলিনমাগত্য কালিন্দ্যাঃ কৃষ্ণভাবনাঃ ।
সমবেতা জগুঃ কৃষ্ণং তদাগমনকাঙ্ক্ষিতাঃ ॥ ৪৪ ॥

পুনঃ—পুনরায়; **পুলিনম্**—তীরে; **আগত্য**—আগমন করলেন; **কালিন্দ্যাঃ**—যমুনা নদীর; **কৃষ্ণভাবনাঃ**—কৃষ্ণকে ভাবতে ভাবতে; **সমবেতাঃ**—সমবেতভাবে; **জগুঃ**—গান করতে লাগলেন; **কৃষ্ণম্**—কৃষ্ণ বিষয়ে; **তৎ-আগমন**—শ্রীকৃষ্ণের আগমন; **কাঙ্ক্ষিতাঃ**—আকাঙ্ক্ষায়।

অনুবাদ

গোপীগণ পুনরায় কালিন্দী-তটে আগমন করে কৃষ্ণকে ভাবতে ভাবতে তাঁর আগমন আকাঙ্ক্ষায় একত্রে উপবেশন করে তাঁর গান করতে লাগলেন।

তাৎপর্য

কঠ উপনিষদে (১/২/২৩) উল্লেখ করা হয়েছে যে, *যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ* অর্থাৎ "পরমাত্মাকে সেই ব্যক্তিই হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন, তিনি যাঁকে পছন্দ করেন।" গোপীগণ তাই ব্যগ্রভাবে প্রার্থনা করছিলেন, কৃষ্ণ যাতে তাঁদের কাছে ফিরে আসেন।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের 'গোপীগণের কৃষ্ণ অন্বেষণ' নামক ত্রিংশ অধ্যায়ের কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের দীনহীন দাসবৃন্দকৃত তাৎপর্য সমাপ্ত।